ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 August 2019 ■ আগরতলা, ১৫ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২৯ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাবালিকা ধর্ষিতা, অভিযুক্ত প্রতিবেশী বৃদ্ধকে গণধোলাই তীব্র উত্তেজনা বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ আগস্ট।। বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায় এক সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধের পাশবিক লালসার শিকার হয় দশ বছরের নাবালিকা। বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশি রিক্সা চালক নারায়ণ সাহার বাড়িতে টিভি দেখার জন্য নাবালিকা মেয়েটি যায়।

সুত্রের খবর তবে বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না। সেই একাকিত্বের সুযোগে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরে নাবালিকা মেয়েটি বাড়িতে এসে অভিভাবকদের কাছে সব কিছু খুলে বলে। তখনই এলাকায় উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকার জনগণ ছুটে এসে অভিযুক্ত রিকশা চালককে গণধোলাই দেয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই রক্তাক্ত করে ফেলে ওই রিকশা চালককে। তখন পুলিশের চেষ্টায় কোনক্রমেই ঘটনাস্থল থেকে প্রাণে বাঁচিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অভিযুক্ত রিকশা চালককে।

এদিকে ধর্ষিতা নাবালিকার চিকিৎসাও একই হাসপাতালে চলছে বলে খবর। তবে সওর বছরের বৃদ্ধকে পুলিশ আটক করেছে। বর্তমানে মহকুমা হাসপাতাল থেকে রেফার করে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রচন্ড মারে তার অবস্থা এখন খুবই সংকটাজনক। এদিকে রাতে বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মামলা নম্বর ১৯/১৯। মামলা হয়েছে আইপিসির ৩৭৬ ২(ক), ৫০৬ এবং পক্সো আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম বনিক, মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস সহ বিশাল সংখ্যায় টিএসআর জওয়ান। বর্তমানে গোটা পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মহিলা কলেজে ২টি বিষয়ে পিজি কোর্স চালুর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ।। মহিলা কলেজে ২টি বিষয়ে পিজি কোর্স চালু করার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার। এমএ বাংলা এবং এমএ ইংরেজি ওই কলেজে চালু করতে চাইছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে। জানা গেছে, এ ধরনের পিজি কোর্স রাজ্যের তিনটি কলেজে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

অক্সিজেনের অভাবে শিশুর মৃত্যু, গোমতী জেলা হাসপাতালে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ আগস্ট।। বুধবার দেড় বছরের একটি শিশু কন্যার মৃত্যু কে নিয়ে গোমতি জেলা হাসপাতলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে মৃত শিশুর পরিজনরা উত্তেজনা পরিবেশ তৈরী করে। মৃত শিশুর নাম অস্মিতা দেবনাথ (১৪ মাস) পিতা বিপদ দেবনাথ , বাড়ী কাঁকড়াবন থানার গর্জনমুড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে শিশুর পরিজন ও গোমতি জেলা হাসপাতালের সুপার দেবশ্রী দেব্বর্মা বলেন যে , বুধবার সকাল অনমনিক সাড়ে সাতটা নাগাদ অস্মিতা কে গোমতি জেলা হাসপাতলে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সাবান খেয়ে অসুস্থ হয় অস্মিতা। কর্তব্যরত চিকিৎসক অস্মিতা প্রাথমিক চিকিৎসা করা পর উন্নত চিকিৎসা জন্য আগরতলা রেফারেল হাসপাতলে পাঠায়।

অম্বুলেন্স না থাকায় প্রাইভেট গাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে পাঠনো হয় আগরতলা । অভিযোগ আগরতলা জি বি তে নেওয়ার পর জিবি কোনো এক চিকিৎসক রোগীর পরিজন কে জানায় অক্সিজেন সিলেণ্ডর সুইচ বন্ধ ছিল। তাই অস্মিতা নাকে মুখে রক্তপাত ঘটে এবং মৃত্যু হয়। জিবি তে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

বৃহস্পতিবার ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শুক্রবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

স্বদলীয় গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত বাগমা রক্তাক্ত জেলা পরিষদের জয়ী প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ আগস্ট।। স্বদলীয় গোষ্ঠী বিবাদের জেরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে গোমতী জেলার আর কে পুর থানার অধীন বাঘমা এলাকা। সংঘর্ষে এক ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তি বিজেপির গোমতী জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাঁর নাম টিটন পাল। এদিকে, হামলা ও মারধরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বাগমা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল সংখ্যায় নিরাপত্তা কর্মী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সেখানে যান পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় এবং বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ। পুলিশের পদস্থ আধিকারীকরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

সংবাদে প্রকাশ, গোমতী জেলা পরিষদের ১ নং আসনের বিজেপির জয়ী প্রার্থী টিটন পালের উপর বুধবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ একদল যুবক লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। বাগমা বাজারে একটি চেম্বারে বসেছিলেন টিটন পাল। তখনই আচমকা প্রায় কুড়ি পঁচিশজন যুবক লাঠিসোটা নিয়ে টিটন পালের চেম্বারে যায় এবং তাকে মারধর করতে থাকে। মুহুর্তের মধ্যেই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। পাশেই ছিল কংগ্রেস ভবন সেখানেও হামলা চালানো হয়। বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে। চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আর কে পুর থানার পুলিশ। কোনরকমে রক্তাক্ত টিটন পালকে উদ্ধার করে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

জানা গিয়েছে, এদিন যারা এই হামলা চালিয়েছে তারা কট্টর আরএসএস। আরএসএসের কট্টর সদস্যরা কেনই বা শাসক দলেরই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উপর হামলা চালাল, সেই বিষয়ে এলাকায় তীব্র গুঞ্জন চলছে। স্বদলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্যাপক সংখ্যায় টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন উদয়পুর ও মাতাবাড়ির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় ও বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ। তাঁরা সেখানে গিয়ে ক্ষুব্ধ দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে কথা বলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য চেষ্টা চালান।

জানা গিয়েছে, টিটন পাল এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে বিভিন্ন স্তরে তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছিল। তারপরও এলাকার জনপ্রিয় নেতৃত্ব হওয়ার সুবাদে টিটন পাল জেলা পরিষদের নির্বাচনে টিকিট পান এবং সম্ভবত গোমতী জেলা পরিষদের সব আসনের মধ্যে টিটন পাল সবচেয়ে বেশী ভোটে জয়ী হন। তারপরও কেন তাঁর উপর হামলা চালানো হল এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে শাসক দলের মধ্যেই গুঞ্জন চলছে।

এদিকে, এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। আক্রান্ত টিটন পালের অনুগামীরা পরিকল্পনা নিচ্ছে হামলাকারীদের উপর পাল্টা হামলা চালানোর। কিন্তু, বিষয়টিকে দলীয় স্তরে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার জন্য জেলা স্তরের বিজেপি নেতৃত্ব জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেইই ও নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রাজ্যের প্রার্থীদের পুণে পাঠানোর উদ্যোগ সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ।। জেইই-মেইন এবং নিট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য পুণেস্থিত দক্ষনা ফাউন্ডেশনের সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার। ওই সংস্থা বিনামূল্যে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং দেবে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা এবং নিট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের বিশেষ কোচিং এর জন্য একটি এনজিওর সাথে চুক্তি করেছে রাজ্য সরকার। পুণেস্থিত দক্ষনা ইন্ডিয়া এডুকেশন ট্রাস্ট ফান্ড এনজিও রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং দেবে। তিনি জানান, দ্বাদশ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোচিং এর জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। এক্ষেত্রে ওই এনজিও রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, সর্বভারতীয় জয়েন্ট এবং নিট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে ওই এনজিও অধীন ছাত্র ছাত্রীরা নজর কেড়েছে। তিনি জানান, ২০১৬ সালে সর্বভারতীয় জয়েন্টে দক্ষনার কোচিং প্রাপ্ত ৭৮ জন ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে ৭৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। তেমনি ২০১৭ সালে ৬৯ জনের মধ্যে সকলে উত্তীর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বন্দুক উদ্ধার দামছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক-মুহূর্তে একটি বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় চঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়। বন্দুকটি দেশি বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত মিজোরাম সীমান্তবর্তী দামছড়ার নরেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দারা স্বচ্ছ অভিযানের আয়োজন করেছিলেন। সাফাই অভিযানের সময় নরেন্দ্রনগরের এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় একটি বন্দুকের হদিশ পান আয়োজকরা। বন্দুক উদ্ধারের খবর ক্ষণিকের মধ্যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বহু লোক ভিড় জমান। বন্দুক পাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। কতিপয় অত্যুৎসাহী বন্দুকের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ছড়িয়ে দেন।

এদিকে, নরেন্দ্রনগরে বন্দুক উদ্ধারের বিষয়ে দামছড়া থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু ডিউটি অফিসার এসআই এল ডার্লং জানান, তাঁদের কাছে বন্দুক উদ্ধারের বিষয়ে কোনও খবর নেই। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্দেহভাজন বাংলাদেশী যুবক গ্রেপ্তার কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। গত এক সপ্তাহ থেকে উনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমায় আরক্ষা দপ্তরের কাছে গোপন খবর ছিল যে, কৈলাসহরের শহর এলাকায় ভিনদেশি অর্থাৎ সন্দেহজনক এক বাংলাদেশি যুবক লুকিয়ে রয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর এক বাংলাদেশি যুবক লুকিয়ে রয়েছে। এই ঘবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর থানার ওসি দেবাশিষ সাহার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী তন্ন তন্ন করে খোঁজছিল এই যুবকটিকে।

অবেশেষে ওসি দেবাশীষ সাহা ভিনদেশি সন্দেহজনক এই যুবকটির সন্ধান পায় এবং হাতেনাতে ধরে ফেলে শহরের কাচেরঘাট এলাকায় প্রবীর দাশের বাড়ি থেকে। ওসি দেবাশীষ সাহা জানান ধৃত যুবকটির নাম সাদিক মোঃ জাভেদ (সেদিক এমডি জাবেদ)। সাদিকের বাবার নাম কুতুর উদ্দিন এবং মায়ের নাম রোশনা বেগম। সাদিকের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলার টুলটিকর উইনিয়নের সাফরান থানার অন্তর্গত উটর বালুচর গ্রামে। সাদিকের পাসপোর্টের নাম্বার হলো বিএফ০০৫৯০৯৯ পাসপোর্ট ইস্যু হয়েছিল ০৫-০৪-২০১৫ এবং পাসপোর্ট এক্সপাইয়ার তারিখ ০৪-০৪ ২০২০। ওসি দেবাশিষ সাহা আরোও জানান যে, সাদিক গত সতেরো জুন (১৭ জুন) জানান শিলং-রে ডাউকি বর্ডার হয়ে পাসপোর্ট এন্টি করে বৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

সাদিক গত এক বছরের মধ্যে প্রায় কুঁড়ি বার ভারতে প্রবেশ করেছে শিলং-এর ডাউকি বর্ডার দিয়ে। পুলিশের সন্দেহ এনিয়েই। সাদিক ইতিমধ্যেই শিলচর, গৌহাটি, শিলং, ইম্ফল, নাগাল্যান্ড, কলকাতা সহ আরোও কিছু শহরে কয়েকবার এসে ঘুরাফেরা করেছে। এবং এইসব শহরের বড় বড় বনেদী হোটেলে থাকত সাদিক।

সাদিক গত এক মাস পূর্বে কৈলাসহর এসে শহরের কালীপুর এলাকার অপু দাশের বাড়িতে প্রায় পঁচিশ দিন ভাড়া থেকেছিল নিজের পরিচয় গোপন রেখে। বাড়ির মালিক অপু দাশের কাছে সাদিক মোঃ জাভেদ নিজেকে রিঙ্কু দাশ নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরপর গত আট আগস্ট কালীপুরের অপু দাশের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শহরের কাচরঘাট এলাকার প্রবীন দাশের বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকা শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির নিশ্চিয়তার দাবিতে ১০৩২৩ শিক্ষকদের মিছিল আগরতলার রাজপথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। শহর কাঁপিয়ে আজ মিছিল করলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও ওই মিছিলে অংশ নিয়েছেন। মূলত, শিক্ষকতার চাকরি বহাল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে গণ-ডেপুটেশন দেওয়ার মিছিল করেন তাঁরা। কিন্তু, আগাম অনুমতি না নেওয়ায় তাঁদের সার্কিট হাউসে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে পুলিশ আটকে দেয়। ফলে, সেখানেই তাঁরা ধরনায় বসে যান। তাঁদের ধরনার ফলে এই রাস্তায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ ধরনার পর সদর মহকুমাশাসকের কাছে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবি সনদ তুলে দেন। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ওই রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উচ্চ আদালতের রায়ে ত্রিপুরায় ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও ওই রায় বহাল রেখেছে। ফলে, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের প্রয়োজনের তাগিদে আদালতের অনুমতিতে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিযুক্তি দিয়েছে। ২০২০ সালের ৩১ মার্চ অ্যাডহক শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। ফলে, তাঁরা ঘোর অনিশ্চিয়তায় দিন কাটাচ্ছেন। তাই আজ তাঁরা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে গণ-ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য মিছিল সংগঠিত করেন।

১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা বলেন, আগামী বছর ৩১ মার্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাঁদের চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। ফলে, তখন তাঁরা পরিবার প্রতিপালন কীভাবে সেই চিন্তায় তাঁদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকের বিরাট অবদান রয়েছে। তা এখন অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

তিনি জানান, বিজেপির ভিজন ডকুমেন্ট অনুযায়ী সংবিধান মেনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকরির স্থায়ী সমাধান, যাঁদের চাকরি ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাঁদের স্থায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। গত বছরের মতো এ-বছরও আগরতলার শিশুবিহার এলাকায অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়। বুধবার বিকেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা, এমন-কি অন্যান্য জেলা থেকে বিজেপি-র মহিলা সদস্য, সমর্থক-সহ বিভিন্ন বয়সি সাধারণ মেয়ে ও মহিলারা আসেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও তাঁর স্ত্রী নীতি দেবের হাতে রাখি পরিয়ে দিতে।

সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় এলাকা থেকে এসেছেন সংখ্যালঘু অংশের মহিলা আমিনা বেগম। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর হাতে রাখি পরিয়েছেন। এত দূর থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে রাখি পরাতে এসে কেমন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষতা বিকাশে বস্ত্রমন্ত্রকের সাথে ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের ছয়টি রাজ্যের সমঝোতা স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বস্ত্রশিল্পকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সামর্থ যোজনার অন্তর্গত ১৬টি রাজ্যের সাথে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের সমঝোতা হয়েছে। ত্রিপুরা-সহ পূর্বোত্তরের ৬টি রাজ্য ওই সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে ত্রিপুরার ৩,৫৪০ জনের দক্ষতার বিকাশ করা হবে।

মূলত, আঠারোটি রাজ্য এই পরিকল্পনার আওতায় মন্ত্রকের সাথে অংশীদার হতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু, জম্মু ও কাশ্মীর এবং ওড়িশা বুধবার কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের সাথে ওই যোজনায় স্বাক্ষর করেনি। প্রাথমিকভাবে, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রালয় রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত এজেন্সিগুলিকে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে এই সকল সুবিধাভোগীকে টেক্সটাইল সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থান দেওয়া হবে।

এদিন ত্রিপুরা-সহ অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরাখণ্ড কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের সাথে সামর্থ যোজনায় সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছে। এই যোজনার অন্তর্গত ত্রিপুরায় ৩,৫৪০ জন, অরুণাচল প্রদেশে ১,০৫০ জন, মিজোরামে ৬,৯৪০ জন, অসমে ৬৭,০৬৫ জন, মণিপুরে ২৫,০০০ জন এবং মেঘালয়ে ৭,২০০ জনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক উপস্থিতি সিস্টেম (এইবিএএস), সিসিটিভি রেকর্ডিং, ডেডিকেটেড কল সেন্টার, মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক পরিচালন তথ্য পদ্ধতি এবং অন-লাইন পর্যবেক্ষণের মতো উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকবে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্র এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতিজুবিন ইরানি বলেছেন, রাজ্য সরকারগুলির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, রাজ্যভিত্তিক সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা হবে।

স্মৃতিজুবিন ইরানি আরও বলেছেন, তামিলনাড়ু ও ঝাড়খণ্ডের মতো কয়েকটি রাজ্যের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি ওই রাজ্যের বস্ত্র শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই রাজ্যগুলিকে তাদের লক্ষ্যে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, শিল্পের দ্বারা নিযুক্ত নন এমন ব্যক্তিরা মুদ্রা প্রকল্পের আওতায় আর্থিক দিক দিয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রালয় চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, ৪ লক্ষ্যেরও বেশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩০৫ ▫ ১৫ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ২৯ শ্রাবণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শেকল বন্দী নারী স্বাধীনতা

আমাদের দেশ সীতা সাবিত্রী দয়মন্তীর দেশ। যুগ যুগ ধরিয়া এদেশে নারীরাই পথ দেখাইয়াছেন। পুরাণ রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তো স্বর্ণাক্ষরেও লেখা আছে। আধুনিক যুগে নারীদের পথও অনেক প্রসারিত। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এখন নারীদের জয়যাত্রা অব্যাহত আছে। কিন্তু নারী নির্যাতন, পাশবিকতা বাড়িয়াই চলিতেছে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, শারীরিক অত্যাচার, প্রতারণা, খুনের চেষ্টা, এ্যাসিড ছুঁড়িয়া মারার মতো ঘটনা বাড়িয়া চলিয়াছে। গত জুলাই মাসে পাখিরপাড়া এডিসি ভিলেজের তেইশ বছর বয়সী এক মহিলাকে অপহরণ করিয়া দিল্লীতে বিক্রি করিয়া দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠিয়াছে। খুমুলুঙ সংলগ্ন রাধাপুর ভিলেজে একজন উপজাতি মহিলাকে গণধর্ষণের শিকার হইতে হয়। কৈলাশহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের হারাইছেড়া গ্রামের মুসলিম গৃহবধূ তাজমিনা বেগমকে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া মারিবার অভিযোগ রহিয়াছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বিশালগড়ের গকুলনগরে এক গৃহবধূর উপর এ্যাসিড আক্রমণ চালায় এক সমাজদ্রোহী। কুমারঘাটের রতিবাড়ি এলাকার এক মহিলাকে খুনের অভিযোগ আছে। কল্যাণপুরের ঘিলাতলীতে তিনজন মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ আছে। রাধাপুর থানা এলাকায় গণধর্ষণের শিকার হইয়াছেন ৫৫ বছরের এক মহিলা। যোগেন্দ্রনগর এলাকায় ধর্ষিতা হইয়াছে এক ৯ বছরের নাবালিকা। সোমবার সন্ধ্যার পর ব্যস্ততম এলাকা বটতলা হইতে এক যুবতীকে অটো রিক্সায় তুলিয়া নিয়া গণধর্ষণের পর হত্যার চেষ্টা করিয়াছে দুষ্কৃতিকারীরা। গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত নিয়া জিবিতে চিকিৎসায় রহিয়াছে যুবতী। শ্রীনগর এলাকায় দুষ্কৃতিরা ধর্ষণ করিয়া নগ্ন করিয়া ফেলিয়া যায়। যুবতী পুলিশকে যে জবানবন্দী দিয়াছে তাহাতে পরিস্থিতি কতখানি ভয়ংকর তাহাই তুলিয়া ধরে। শহর আগরতলা হইতে তুলিয়া নিয়া গিয়া গণধর্ষণের ঘটনা রাজ্যের মানুষের গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাই আনিয়া দিবে। মহিলারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিবেন। শুধু ত্রিপুরা নহে বিভিন্ন রাজ্যেই মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছেন। ত্রিপুরায় নারী নির্যাতনের চিত্র পরিসংখ্যান উপরের দিকে। নারী নির্যাতন রোধে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী তড়িৎ ভূমিকা নেয় না। অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা রাজনীতির প্রচ্ছন্ন জোর পাইয়া যায়। দলের লোক হইলে অপরাধ আড়াল করার ঘটনা বাম আমলে দেখা গিয়াছে। অন্যদিকে, নিরপরাধ মানুষকে ধর্ষণের মামলায় ফাঁসাইয়া দেওয়ার ঘটনাও বাম আমলে নজীর আছে। বিরুদ্ধবাদীদের টাইট করিবে ধর্ষণের মামলার ঘটনাও বাম আমলে ছিল। কিন্তু রাম আমলে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া গেল কিভাবে? ইহা কি পুলিশ ও সরকারের ব্যর্থতা? এক্ষেত্রে পুলিশী সক্রিয়তা না থাকিলে পরিস্থিতি অবনতির পক্ষে সহায়ক হয়। শুধু পুলিশ একা এই সমস্যার নিরসনে সাফল্য পাইতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা। অপরাধীদের চিহ্নিত করিয়া গণ প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। কিন্তু লক্ষণীয় ইহাই যে, এইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ তেমন দেখা যায় না। বরং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেও বুক কাঁপে। এইভাবেই আমাদের সমাজ পরিবার দিনে দিনেই চরম বিড়ম্বনার দিকেই যাইতেছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কার্য্যকর ভূমিকাই তাহা প্রতিরোধ বা প্রতিহত করিতে পারে। অতীতেও দেখা গিয়াছে সমাজ বিরোধীর ক্ষমতাসীন দলের মদতে একের পর এক অপরাধ সংঘটিত করিয়া চলিয়াছে। এইসব অপরাধীরা বুক ফুলাইয়া ঘুরে পুলিশ দেখিয়াও দেখে না। তখন নামিয়া আসে অন্ধকার যুগ। ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস জোট সরকারের আমলে সেই অপরাধীদের দৌরাত্ম্য মানুষ দেখিয়াছে। বহু নারীকে ধর্ষণ করিয়া খুন করার ঘটনা ছিল। বাম আমল বা কংগ্রেসের পাঁচ বছরের রাজত্বে ধর্ষণ নারী নির্যাতনের ঘটনা ছিল। সবচাইতে বিপজ্জনক অবস্থা কায়েম হইয়াছিল কংগ্রেস যুব সমিতি জোট রাজত্বে। ত্রিপুরায় বিজেপির জয়যাত্রা। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারিলে রাজ্যবাসী ধন্য ধন্য করিবে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজধর্ম। নিশ্চয়ই ত্রিপুরার বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে নারী নির্যাতন বন্ধে ও নারী জাগরণে অনন্য নজীর সৃষ্টি করিবে। এই দেশের নারীদের গৌরব গাঁথা নারী জাগরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিবে এই আশা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই নারীরাই যে ইতিহাস রাখিয়াছে তাহাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতে হইবে। ঝাঁন্সির রানী লক্ষ্মীভাই, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আজকের দিনে গভীরভাবে স্মরণ করা, তাঁহাদের আদর্শকে সম্মান জানানো উচিত। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু নারীরা তো আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নারীরা আজও পণ্যের মতো ব্যবহৃত হয়। আজও পণপ্রথা আমাদের সমাজকে, নারীদের দুর্বিষহ অবস্থায় নিয়া গিয়াছে। দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। নারীদের পায়ে এখনও বেরি পরানো। স্বাধীনতা মুক্তি সত্যিই কি মিলিবে নারীদের?

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতায় হাই অ্যালার্ট

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। আর তার আগেই শহরকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলল কলকাতা পুলিশ। স্বাধীনতা দিবসের দিন শহরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জোরদার নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে লালবাজার। গতকাল থেকেই শহরে ঢোকা ও বেরোনোর জায়গায় কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরের রাস্তায় বিভিন্ন গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শুধু সড়কপথেই নয়, বিমানবন্দর, রেল স্টেশনেও আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় ড্রোনে নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি, নিরাপত্তার জন্য থাকছে এলাহি আয়োজন। ৭৪টি সেক্টর মিলিয়ে শহরকে ১৪টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের দায়িত্বে থাকছেন একজন করে ডিসি। শহরে থাকছে ৬টি পুলিশ সহায়তা বুথ, ৩টি কুইক রেসপন্স টিম, হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড। শহরের ১০টি জায়গায় বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার তৈরি করা হচ্ছে। নজরদারির জন্য থাকছে ৬টি ওয়াচ টাওয়ারও।

স্বাধীনতা দিবসের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে কলকাতা পুলিশের ঘোড়সওয়ার বাহিনীও। শহরের পাঁচটি জায়গায় ভিড় সামলাতে নামবে মাউন্টেড পুলিশর দল। কলকাতায় টহল দেবে ৯টি অতিরিক্ত পেট্রল ভ্যান। এছাড়াও থাকছে কলকাতা পুলিশের বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। বিভিন্ন গাড়ির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সতর্ক হয়ে যাচ্ছে পুলিশ। কারণ প্রতি বছরের মত এবারও স্বাধীনতা দিবসের আগে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় ১৫০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবে। আজ রাত ১০টার পর থেকে বন্ধ করা হবে রেড রোড। রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ১০ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই প্রশাসনের লক্ষ্য। সেই কারণে নবান্ন সতর্ক করেছে কলকাতা পুলিশকে। মঙ্গলবার থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। এই দিন বাইরের রাজ্য থেকে বহু মানুষ ভিড় জমান শহর কলকাতায়। কাজেই, শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, গেস্ট হাউস, লজ, শপিং মলগুলিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে রেড রোডে। পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তা জোরদার করতে রেড রোড সংলগ্ন পাঁচটি জায়গায় ঘোড়সওয়ার পুলিশ মোতায়েন করা হবে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নজরদারি চালানোর জন্য কাজ করবে অতিরিক্ত ন'টি পুলিশ ভ্যান। থাকবে বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটও। আগামীকাল সকাল থেকেই শহরের রাস্তায় মোতায়েন করা হবে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

৩৭ তম স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল

এবারের ১৫-ই আগস্টের ৩৭-তম স্বাধীনতা দিবসটি নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে চলেছে। আশা করা যেতে পারে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী সম্প্রতি ভারতের চন্দ্রযানের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরবেন। সেই সঙ্গে তিন তালাক প্রসঙ্গ, জম্মু কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারা বাতিল বিষয় ইত্যাদি তাঁর বক্তব্যে ওঠে আসতে পারে। এসবের পেছনে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটি থাকছে তা হল দেশবাসী তথা বহির্বিশ্বের কাছে বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব ও দেশের অগ্রগতি বা অর্জন তুলে ধরা।

হ্যাঁ, স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে, দেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তথা অগ্রগতি হয়েছে তা অনস্বীকার্য। আর আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পর মহাকাশ গবেষণায় চন্দ্রযানের সাফল্য নিশ্চয়ই এ মূহুর্তে ভারতের একটি বড় অর্জন বা প্রাপ্তি। পরম গৌরব ও আত্মশ্লাঘার বিষয় বটে। এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকার অবকাশ নেই। কারণ যে অখণ্ড, শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত ভারত, স্বয়ং সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস থেকে শুরু করে তাবৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাই হতে পারে আলোচ্য বিষয়। এই প্রশ্নে দেশ বিভাগ প্রথমেই তাঁদের স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। বর্তমানে যে কাশ্মীর সমস্যা, উগ্রপন্থী সমস্যা, এন আর সি সমস্যা ও সর্বক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা প্রকট হয়ে ওঠেছে, দেশের ঐক্য সংহতি প্রশ্নের মুখে, অগ্রগতিতেও প্রতি পদে পদে বাধা তৈরি হচ্ছে এসবের মূলেও দেশ ভাগ। যদি দেশকে অখণ্ড রেখে স্বাধীনতা আসত তাহলে এতদিন ভারত জগৎসভায় সমস্ত দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে হয়ত সক্ষম হত।

এখন আমাদেরে দেখতে হবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতে যে ভারতকে, সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠার সংস্থান রাখা হয়েছে স্বাধীনতার এই দীর্ঘ ৭২ বছরে তা কতটা পূরণ হয়েছে। যতটা হয়েছে তা আমাদের প্রাপ্তি। যা হয়নি আগামী দিনে সেটি আমাদের অর্জন করতে হবে। এই প্রশ্নে---

স্বাধীনতার পর শুধু মহাকাশ গবেষণাই নয়, পারমাণবিক গবেষণা, সমরাস্ত্র উৎপাদন, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা উন্নত প্রজাতির বীজ, সার কীটনাশকের উদ্‌ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটানো, চিকিৎসা ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে নিত্য --- নূতন ঔষধের আবিষ্কার ও প্রয়োগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের দ্বারা মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে --- দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার আগে যেখানে ভারতবর্ষ ছিল খাদ্যে ঘাটতি দেশ সেখানে বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে শুধু স্বয়ং সম্পূর্ণই নয় বিশেষ প্রয়োজনে বাইরের দেশকেও রপ্তানি করতে সক্ষম। আর জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও আসছে কৃষি থেকেই। কৃষিক্ষেত্রে এই অগ্রগতি আমাদের একটি বড় অর্জন। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতই সরকারী মতে এখনো দেশে যে প্রায় ৬১.৫ শতাংশ লোক কৃষিতে যুক্ত। স্বাধীনতার এত বছরেরও তাদের আর্থিক অবস্থার তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি।

কার্যকারনেই দেনার দায়ে প্রতিবছর হাজার হাজার কৃষককে আত্মহত্যার মত পথ বেছে নিতে হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছার একটা রাস্তা হতে পারে। তাহল কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে সমবায় প্রথা চালু করে দেশের ৩০-৪০ শতাংশ মূল কর্ষকদের কৃষিতে রেখে বাকীদের কৃষিভিত্তিক কৃষি সহায়ক শিল্প যা ভারতে হওয়ার মত প্রভূত সম্ভাবনা আছে তাতে নিযুক্ত করা।

যুগ পুরুষ ঋষি অরবিন্দ

পার্থ সারথী রায়

আমাদের ভারতের পুণ্যভূমিতে যে ক'জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে অরবিন্দু ঘোষ একটি প্রতিষ্ঠিত সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব। আজ ১৫ই আগস্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা দিবসের পুর্ণলগ্নে আজ থেকে ১৪৭ বছর পূর্বে উনি জন্মগ্রহণ করেন। উনার জন্ম কলকাতার এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারে। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন আগাগোড়া একজন ইংরেজ সাহেব সদৃশ প্রথিতযশা সিভিল সার্জেন, উনি কিছুদিন আবারডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন এবং সেই সুবাদেই পশ্চিমী আদর্শচিন্তা ভাবনা ও ভাবধারার এবং চালচলনের গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন, অন্যদিকে উনার মাতা শ্রীমতি স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু জীবনধারায় আস্থাশীল, নিষ্ঠাবতি, আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পূর্ণ মহিয়সী নারী। মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তখনকার বাংলার এক খ্যাতিমান বেদান্তিক পণ্ডিত ও মনীষী। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজ্জনবিদিত এবং দিগন্ত বিস্তৃত ও প্রসারিত।

ঋষি অরবিন্দ আনুমানিক ২২ বছরে আই সি এস হয়ে কোন এক জেলার সমাহর্তা হন। তারপর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বরদার মহারাজার কাজকর্মে নিযুক্ত হন। তারপর উনি নিজেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জড়িয়ে ফেলেন। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক বিরল বৈচিত্রাপূর্ণ অসাধারন বহুমুখী প্রতিভাসম্পূর্ণ, উজ্জ্বল, বর্ণময়, ব্যক্তিত্ব ও বিশালকর্ম শক্তিমান বিদগ্ধ। জ্ঞানীগুণী যোগীপুরুষ বা ঋষি যার জন্য উনাকে ঋষি উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় নবজাগরণ এবং ভারতীয় জাতীয়তবাদের /রেনেঁসাসের ইতিহাসে যে সমস্ত অসাধারণ মনীষীর ও বুদ্ধি জীবীর সন্ধান পাওয়া যায় ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর এই বর্ণময় বৈচিত্রপূর্ণ, অসাধারণ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিগত নৈতিক আধ্যত্মিকসংসাধন ভারতীয় বুদ্ধিশালী ও ব্যক্তিত্বের সম্প্রদায়ভুক্তদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল মনে রাখতে হবে। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতি কেবলমাত্র ভারতেই বা ভারতীয় জনগণেণ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। জনগণকে এক নুতন পথের দিশা ঠিকানা শুধু দেননি, সমগ্র বিশ্ববাসী কেও নুতন এই বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতি এবং এক নুতন পথের ঠিকানাই দেয়নি, সমগ্র বিশ্ববাসীকেও নতুন আলোর ঠিকানা দিশা দিয়েছিল। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে তিনি ছিলেন একদিকে কবি ও দার্শনিক এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক তাত্বিক জাতীয়তাবাদী এবং নিখাদ মানবপ্রেমী বাঙালী।তাঁর বিখ্যাত দুই রচনা ম্যাগনাম ওপস এবং দ্য লাইফ ডিভাই প্রকাশিত হবার পরই বিশ্বের কিছু অগ্রণী বুদ্ধিজীবীর দিষ্ট তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য কবিতার বই "সেরেট্রি" তো আধুনিক কবিতার জগতে এক নতুন অধ্যায়ের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিল ভুলে গেলে চলবে না। নিঃসন্দেহে, সকল আধুনিক ভারতীয় চিন্তা বিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী সুবান্ধব রাষ্ট্র চিন্তাবিদ। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার ভাবনার কাঠামো ছিল ভারতের সমকালীন নবজাগরণ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ব্যাপক ও বিশাল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অন্যতম। আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্মাতাদের মধ্যেই তিনি অগ্রণী মর্যাদা লাভ করেন নাই, ভারতের ভাববাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও একজন বিখ্যাত মুখপাত্র ছিলেন। তিনি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগত ভাবাবাদের এবং ইতিহাসগত সুসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকার ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রাশচাত্যের নৈতিক, আত্মাতিক এবং চারুকলা বিষয়ক ঐতিহ্যের সমন্বয়কারী হিসেবে শ্রী অরবিন্দ তৎকালীন যুগের অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্ব শালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্বশালী বিদগ্ধ। প্রজ্ঞা শ্রী ঋষি অরবিন্দ ঘোষের চিন্তা ভাবনা গভীর ভাবে আকৃষ্ঠ হয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রী অরবিন্দ সম্মন্ধে বলেছিলেন। "তোমার কণ্ঠের ভাষাতেই পৃথিবীকে বানী শোনাবে, " শ্রী অরবিন্দ তাঁর আধ্যাত্মক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ সাবিত্রী ও দ্যা লাইফ ভিডাইন" সমগ্র বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলেন কেবলমাত্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কীর্তিকথা লিখে নয়, গীতা, উপনিষদ ও বৈদিক স্তোত্রের উপর কিছু মূল্যাবান মতামতও লিখেছিলেন উনার এই সমস্ত ব্যাখ্যা কেবলমাত্র অধ্যাত্মিক আতীয়ন্দ্রয়বাদী বিচার বিশ্লেষণ নয়, সামাজিকতত্ব তাৎপর্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত মনীষী রোস বোলাও ঋষি অরবিন্দকে এক অসাধারন মহাযোগী রাষ্ট্রচিন্তাবিদও যোগী বলে আখ্যায়িত করেছে। তাঁর মতে ঋষি আরবিন্দ ছিলেন এশিয়ার ও ইউরোপের প্রতিভার বা সহজাত সৃজন ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়। তিনি ছিলেন বস্তুত বহুমুখী প্রতিভা সম্পূর্ণ ব্যক্তি। যেমন কবি, অধবিদ্যাবিদ, ভবিশ্যধশ্রষ্ঠা। স্বদেশ প্রেমিক মানবপ্রেমী এবং একজন রাজনৈতিক দার্শনিক। প্রশ্ন কি ছিলো না উনার মাঝে। তাঁর রচনা বলা ভারতের নুতন এবং পুরুষজ্জীবিত আত্মার কেলাসকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলে এবং এ জন্য আধ্যাত্মিক বার্তা লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের আর এক জ্যোতিস্ক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত দার্শনিক ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানও শ্রী অরবিন্দকে ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হিসেবে এবং একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করে গিয়েছিলেন। ঋষিজীর প্রশংসা করে রেভারেন্ড এফ হিল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ার্ল্ড রিভিত্ততে" বলেছেন শ্রী অরবিন্দ সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সর্বকালের সর্বপেক্ষা বড় অত্যন্দ্রয়বাদী ছিলেন। উনার মনস্তত্তিক ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট এক যে নিখিল বিশ্ব তিনি পূঙ্খানুপুঙ্খবাবে পরীক্ষা করে অবিস্কার করেছেন তা এতই বিশাল যে, পণ্ডিত মনোবিদ্যা এমনকি ফ্রয়েতের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর বিশালাকার তুলনা করার অনুমতিত দান হবে অন্ধকারে শিবগুণ, বয়স ইত্যাদি অনুযায়ী উপদল গঠনের মতো, উনার রচনাদির তুলনা বিচারের বাধ্য করায় না। বরং চতুর্থ সুসমাচার বেদনাকোর সাথে সাদৃশ্য দেখান। এখানে দুজুন সমপমায়ের ব্যক্তি আছেন, তাঁদের অধিকারের ক্ষেত্রে সমকক্ষ এবং পারস্পারিক সম্মর্কের ক্ষেত্রে সমকক্ষ। এই সমস্ত জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধ মনীষীদের প্রশংসাবাদী হতেই যায়যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের দর্শনের তথ্য রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ভাবনা ব্যক্তি ও শক্তি কতা প্রসারিত ছিল অন্তদৃষ্টি ও দুরদর্শীতা কতটা বাস্তব সম্মত ও যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী ছিল। পণ্ডিচারীতে শ্রীমা ওনাকে বহু ব্যপারে সাহায্য করেন। শ্রী অরবিন্দ উনার সৃষ্টি এক অনবিদ্যা দর্শন মুখ উনার তৈরি পণ্ডিচেরি আশ্রমের কোনো মতে তস্কর গেলেও সাধু হতে বাধ্য হবে। ইতি টানার পূর্বে বলব আমার মতে এক মগজের উনার ব্যাপারে কলম ধরা ধৃষ্ঠতার সামিল শ্রদ্ধা প্রণাম গ্রহণ করুন দেশের সংঙ্কট ময় প্রস্থিতিতিতে আপনার দেখানো পথেই দৃশা দেখাবে নিশ্চিত।

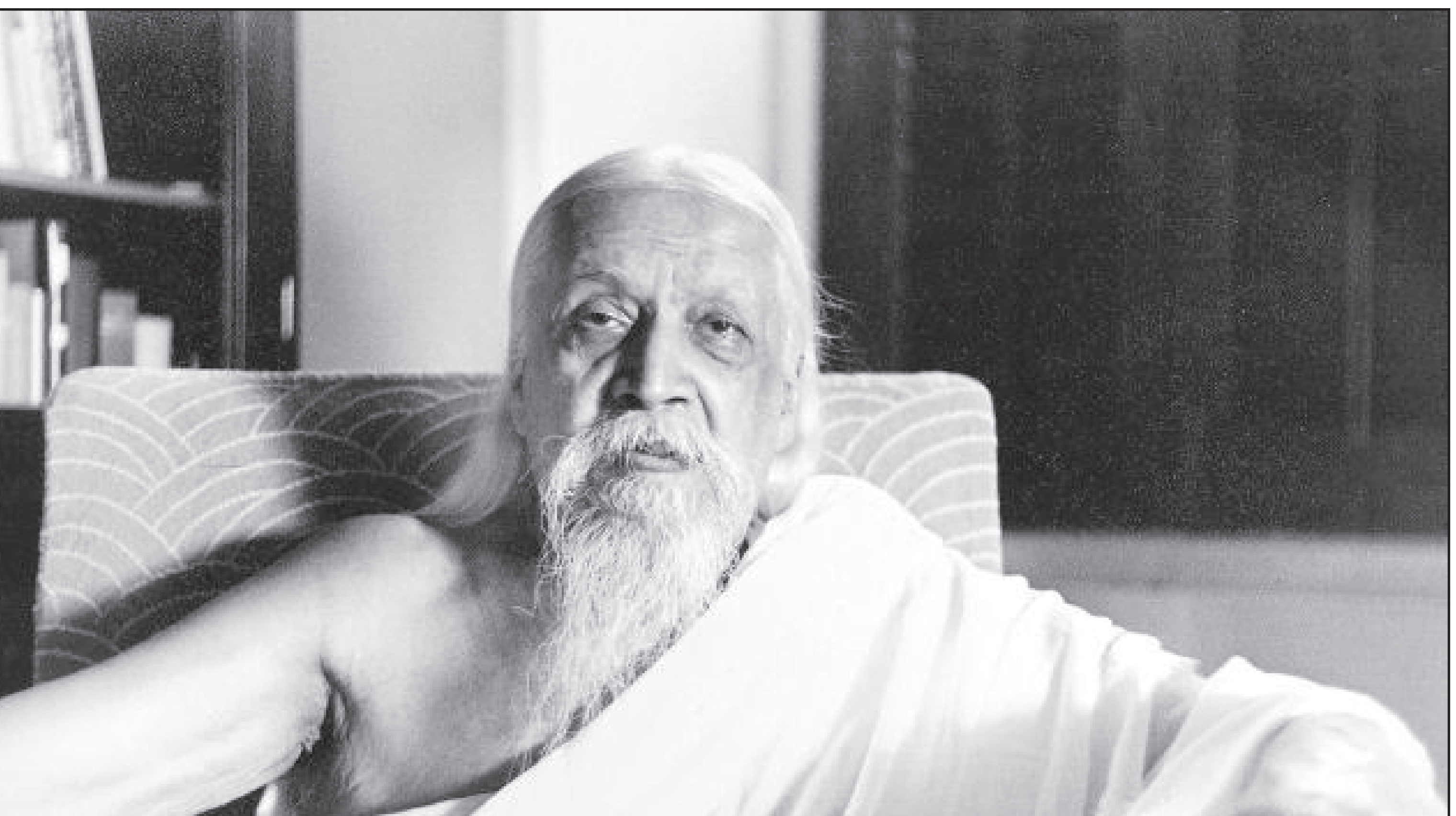

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আলোচনায় নতুন জম্মু-কাশ্মীর,লাদাখ

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স) : আজ ১৪ আগস্ট, রাত পোহালেই ভারতবর্ষের ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উ এমন সময় নতুন করে স্বাধীন হল কাশ্মীর উ এবারের স্বাধীনতা দিবসে কাশ্মীর উড়বে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের তিরঙ্গাই উ যা হবে ভারতের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন উ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ৩৭০ ধারা বিলোপ প্রসঙ্গে ও কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে এমনভাবেই আবেগ উচ্ছাসিত ব্যাখ্যা করলেন রাজ্যের বিশিষ্ঠরা উ বুধবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে, একটি প্যানেল ডিসকাসনের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতীয় ভাষা পরিষদে উ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর অনির্বান গাঙ্গুলী, বিশিষ্ঠ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও সাংবাদিক কাঞ্চন গুহ, পার্লামেন্টের সদস্য স্বপন দাসগুপ্ত।

দিন কয়েক আগেই জাতির উদ্দেশ্যে চল্লিশ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কেন সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা দুটি প্রত্যাহার করার প্রয়োজন ছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, “ওই দুটি ধারার কারণে সেখানে এতবছর ধরে সন্ত্রাসবাদ, পরিবারতন্ত্র আর দুর্নীতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয়নি। তিন দশকে ৪২ হাজার নির্দোষ মানুষের প্রাণ গেছে। ভারতের অন্য সব নাগরিক যেসব অধিকার ভোগ করতেন, সেগুলোর অনেকগুলি থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকরা বঞ্চিত ছিলেন।

এদিন এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর অনির্বান গাঙ্গুলী উ তাঁর কথায়, ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গত সাত দশকে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ সবথেকে বেশি ভুগেছেন। এতে ভারতের নৈসর্গিক অঞ্চলে দীর্ঘকালীন মেয়াদে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হবে । কারণ সবার উর্ধে উঠে এক দেশ তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতীয়রা । দেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত ভেবেচিন্তে নেওয়া হয়েছে তা বলাইবাহুল্য ।

একই ভাবে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটিকে সমর্থন করেন সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত উ তাঁর কথায়, ৩৭০ ধারাটি কাশ্মীরকে বিশেষ ধরণের স্বায়ত্বশাসন ভোগ করার অধিকার দিত উ যা রাজ্যটিকে নিজস্ব সংবিধান, আলাদা পতাকা এবং আইন তৈরি করার অনুমোদন দিত। পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ বিষয়ক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে উ ফলস্বরূপ জম্মু ও কাশ্মীর নাগরিকত্ব, সম্পদের মালিকানা এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আইন নিজেরা তৈরি করার ক্ষমতা রাখতো। কিন্তু এক দেশে একটি রাজ্যের জন্য আলাদা আইন থাকতে পারেনা উ তাই সরকারের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ঠই গুরুত্বপূর্ণ বলেই এদিন মত প্রকাশ করেন তিনি উ

অন্যদিকে, সাংবাদিক কাঞ্চন গুহ ও পার্লামেন্টের সদস্য স্বপন দাসগুপ্তর কথায়, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে যেমন সাহসী তেমনি সুদূরপ্রসারী উ এর আগে শ্রীনগরের লালচকে ভারতের পতাকা ওঠা ছিল অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়া উ কিন্তু এবারে তুলনায় স্বতস্ফুর্ত ভাবে স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে উ তাই পদক্ষেপ নিসন্দেহে অভূতপূর্ব উ কিন্তু অনেকেই ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বেআইনি বলে রটনা করছেন , যা সম্পূর্ণ ভুল উ

৩৭০ ধারা বলে জম্মু-কাশ্মীর ছিল আলাদা স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য, যদিও সেই স্বায়ত্তশাসন ছিল ‘অস্থায়ী’। তা ইচ্ছে করলেই তুলে দিতে পারেন রাষ্ট্রপতি উ

উল্লেখ্য, জম্মু কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে মতবিরোধ হয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের । সেই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি । সেই সময় ৩৭০ ধারা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের আলাদা আইনের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি । পরবর্তিতে ১৯৫৩ সালের ১১ মে অনুমতি ছাড়া কাশ্মীরে প্রবেশ করতে গিয়ে লাখেনপুরে গ্রেফতার করা হয় শ্যামাপ্রসাদকে । সেই সময় জেলবন্দী করা হয় তাঁকে । পরবর্তিতে ২৩ শে জুন শ্রীনগরের জেলে মৃত্যু হয় তাঁর । সেই সময় থেকে বরাবরই ৩৭০ ধারার বিরোধিতা করে এসেছে বিজেপি উ বর্তমানে কাশ্মীরের পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহ উ সেই মত তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা পেশ করা হয় অধিবেশনে উ অবশেষে ওইদিনই এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর বসিয়ে ৩৭০ ধারা খারিজ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ।

পাচারের পথে পাথারকান্দির লঙ্গাই নদীতে এবার ১৫ হাজার মিজোরামের অবৈধ বাঁশ আটক

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : ধোঁপে টিকছে না বন দফতর এবং বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের রক্তচক্ষু। মিজোরাম থেকে অবৈধ উপায়ে লঙ্গাই নদীপথে দেদার বাঁশ পাচার হচ্ছে ফের প্রমাণিত হয়েছে। মিজোরামের জঙ্গল কেটে কয়েক হাজার বৈধ বাঁশের সঙ্গে প্রায় ১৫ হাজার চালানবিহীন বাঁশ পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় পাথারকান্দি ফরেস্ট রেঞ্জের হাতে।

জানা গেছে, বিপুলসংখ্যক মিজোরামের অবৈধ বাঁশ বুধবার আটক করেছেন বলে খবর দিয়ে পাথারকান্দির ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার দেবজ্যোতি নাথ জানান, আটককৃত বাঁশগুলো ছাড়িয়ে নিতে জনৈক মহালদার তদবিদির চালিয়েচেন। কিন্তু তাঁর হাতে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। মহালদারটি নাকি দাবি করছেন, আটককৃত বাঁশগুলির উপযুক্ত সরকারি ছাড়পত্র রয়েছে। বাঁশের চালান ও ট্র্যানজিট পারমিট (টিপি) নাকি লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের হাতে মজুত রয়েছে। নদীতে বেশি জল থাকায় বাঁশগুলো নাকি নদীপথে ভেঁসে পাথারকান্দিতে এসে গেছে।

এদিকে এ ব্যাপারে লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মী জনৈক মনা পাল জানান, তাঁদের রেঞ্জে ৩৫ হাজার বাঁশ রয়েছে। এ-সব বাঁশের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও মালের কাগজ পাওয়া যায়নি। এতে সহজে অনুমেয়, বৈধ ৩৫ হাজার বাঁশের সঙ্গে অবৈধ উপায়ে সরকারি সেচ বা লেবি (কর) বাঁচিয়ে ১৫ হাজার বাঁশ পাচার করা হচ্ছিল।

পাথারকান্দির রেঞ্জারের কথায়, ১৫ হাজার বাঁশকে মহালদার যদি চালানের বাঁশ বলে দাবি করেন, তা-হলে লোয়াইরপোয়ায় আটক বাড়তি বাঁশগুলো কার? বন বিভাগ কোনওভাবে চালান বিহীন বাঁশ পাচার হতে দেবে না, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রেঞ্জার দেবজ্যোতি নাথ।

উল্লেখ্য, লঙ্গাই নদীপথে অবৈধ উপায়ে পাচার করতে গিয়ে গত পক্ষকাল আগে লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের হাতে ধরা পড়েছিল ৩৩ হাজার বাঁশ। পরবর্তীতে এগুলি নিলামে বিক্রি হয়। তখন থেকেই অবৈধ মহাল নিয়ে সেচ্চার হয়ে উঠেছিলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। বিধায়কের অনুরোধে বন বিভাগও তখন থেকে কড়া অবস্থান নেয়। এর পরও অবৈধ বাঁশ কী করে পাচার হয়, প্রশ্ন উঠছে এলাকার সচেতন মহলে।

৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসে লক্ষ্মীপুর মহকুমা প্রশাসনের গুচ্ছ কর্মসূচি

লক্ষ্মীপুর (কাছাড়-অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে গতকাল ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুর গার্লস হাইস্কুলে বিবেকানন্দ আর্টস অ্যাকাডেমির পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ১৪ আগস্ট বুধবার সকাল ৮-টায় লক্ষ্মীপুর শহরে এক ঐক্যদৌড় অনুষ্ঠিত হয়ছে।

লক্ষ্মীপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক প্রদীপ কুমার গুপ্তা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অনুরাগ শর্মা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জয় ক্রিস্টিনা নাগামলাই এবং বিভিন্ন বিভাগের সরকারি কর্মচারী ও স্থানীয় জনগণ এই ঐক্যদৌড়ে অংশ নেন। লক্ষ্মীপুর আর্ল স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা ঐক্যদৌড়ের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ করেন লক্ষ্মীপুরের রাজস্ব চক্র আধিকারিক তথা লক্ষ্মীপুর মহাকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক প্রদীপ কুমার গুপ্তা, লক্ষ্মীপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জয় ক্রিস্টিনা নাগামলাই এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীরা।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে টুইটার এবার আনল অশোক চক্র ইমোজি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): ৭৩তম স্বাধীনতা দিবসে চমক দিল টুইটারও উ এবার অশোক চক্র ইমোজি ব্যবহার করতে পারবেন টুইটার ব্যবহারকারীরা উ ১৫ আগস্ট থেকে ১৮ অগাস্ট পর্যন্ত অশোক চক্র ইমোজি ব্যবহার করতে পারবেন টুইটার ইউজাররা। এই প্রথম ভারতের জাতীয়

ছয়ের পাতায়

স্বাধীনতা দিবসে নাশকতা ঠেকাতে হাই অ্যালার্ট অসমে

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসে সম্ভাব্য নাশকতা ঠেকাতে রাজধানী গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের প্রায় সব প্রান্তে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। স্বাধীনতা দিবসকে বানচাল করতে মৌলবাদী জেহাদিরা মরণপণ ঝাঁপানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই সতর্কবার্তা পেয়ে দেশের অন্য রাজ্যের মতো অসমেও নিরাপত্তাজনিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তৎপর হয়েছে অসম পুলিশ। রাজ্যের সদর পুলিশ দফতর থেকে প্রতিটি জেলা ও থানাকে এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাই অ্যালার্ট থাকতে বলা হয়েছে।

রাজধানী গুয়াহাটিতে যাতে কোনও সন্দেহজনক সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতী প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জলপথ, সড়কপথ, রেলপথের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। গত প্রায় সপ্তাহদিন ধরে অসম পুলিশের বিভিন্ন দল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর শরাইঘাটের পুরনো ও নতুন সেতুতে নজরদারি রাখা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঘাট যেমন উত্তর গুয়াহাটির পারাপার ঘাট, পাণ্ডুঘাট, শুক্লেশ্বরঘাটে পুলিশ ও আধাসেনারা টহল দিচ্ছেন। এদিকে পুলিশের পৃথক দল ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকা সহযোগে টহল দিয়ে চলেছেন। নদীতে জল পুলিশ, ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ-জিআরপিএস, ভূতল সড়কে আধাসেনা ও সাধারণ পুলিশ প্রতিটি যানবাহনে তল্লাশি করছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের প্রতি লক্ষ রেখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল গুয়াহাটি রেলস্টেশনে অতিরিক্তভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। স্টেশনে সর্বক্ষণ কুইক রেসপন্স টিমের নিরাপত্তারক্ষী পালা করে মোতায়েন করা হয়েছে। এই টিমে রয়েছেন সশস্ত্র আরপিএসএফ জওয়ানদের সাথে আরপিএফ-কর্মীরা। স্টেশনের প্রত্যেকটি শিফটে প্রায় ৩০ জন জিআরপিএস জওয়ান নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন। সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে কামাখ্যা স্টেশন ও আশপাশ এলাকায়ও। রেলওয়ে পুলিশ বাহিনী স্টেশনের আশপাশের এলাকায় অনেক ঝুপড়ি ভেঙে ফেলেছে। এছাড়া কামাখ্যা স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। নাশকতার আশঙ্কা রয়েছে এ ধরনের রেলস্টেশন চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষী। রয়েছে পেট্রোলিঙের ব্যবস্থা। মেটাল ডিটেক্টর, প্যাকেজ স্ক্যানারের সাহায্যে মালপত্র তল্লাশি করা হচ্ছে যাত্রীদের।

রেলস্টেশন, ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম চত্বরে স্নিফার ডগ দিয়ে নাশকতাবিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। কর্মক্ষম করা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিকে। সমস্ত বড় স্টেশন ও ইয়ার্ডগুলোতে আগাম সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাতে স্টেশন আর ইয়ার্ডে গিয়ে গ্যাজেটেড অফিসাররা নজরদারি করেন। এছাড়া গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর, খানাপাড়া-সহ সব ব্যস্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে সোদা পোশাকের পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী।

কন্যাশ্রী দিবসের দিনই নিজের উদ্যোগে ও প্রশাসনের সাহায্যে রুখলো নাবালিকার বিয়ে

সোনারপুর, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : কন্যাশ্রী দিবসের দিনেই স্কুলে চিঠি লিখে নিজের বিয়ে রুখল এক কন্যাশ্রী। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানা এলাকায়। রাজপুর পদ্মমনি গার্লস হাইস্কুল হাইস্কুলের নবম শ্রেনীর এক ছাত্রীর আগামীকাল বিয়ে ঠিক করেছিল পরিবার। প্রথমে বিয়ের ব্যাপারে বাড়িতে প্রতিবাদ জানায় সে। কিন্তু তাতেও কাজ না হওয়াতে প্রথমে ক্লাস টিচারকে বিষয়টি জানায়। তারপর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার কাছে লিখিতভাবে পুরো বিষয়টি জানায় ওই ছাত্রী। এরপর স্কুলের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে বন্ধ হয় ওই নাবালিকার। নাবালিকা ছাত্রীর কাছ থেকে বিষয়টি জানার সাথে সাথেই স্কুলের তরফ থেকে সোনারপুর থানা ও রাজপুর সোনারপুর পৌরসভাকে লিখিতভাবে জানায় স্কুল কতপক্ষ। তারপরেই পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়। সোনারপুর থানা ও বিডিও সোনারপুরের তরফ থেকে পরিবারের সাথে কথা বলে এই বিয়ে বন্ধ করে প্রশাসন। কন্যাশ্রীর বক্তব্য যে ছেলেটির সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল সে তার পরিবারকে বিয়ের ব্যাপারে চাপ দিচ্ছে। শুধু তাই নয় বিয়ে না দিলে সে আত্মহত্যারও হুমকি দিচ্ছে। ইতিমধ্যে একবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে ছেলেটি। স্কুলের হস্তক্ষেপে বিয়ে রুখে ফের স্কুলে আসতে পারায় খুশি ওই কন্যাশ্রি ছাত্রী। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ভাস্মতি গুপ্ত বলেন, “ আমাদের স্কুলের এক ছাত্রী জানায় তাকে জোর করে বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ও বিয়ে করতে নয় পড়াশুনা করতে চায়। বিষয়টি জানতে পেরেই আমারা প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে সাহায্য চাই। অবশেষে প্রশাসনের সাহায্যেই বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে ওই ছাত্রীর”।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

73rd

স্বাধীনতা দিবসে

দেশের সমস্ত নাগরিককে আন্তরিক অভিনন্দন

৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস
১৫ আগস্ট, ২০১৯

দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আত্মউৎসর্গ করেছেন দেশের প্রতিটি নাগরিক তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে

জয় হিন্দ

davp 22201/13/0001/1920

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক
ভারত সরকার

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে লাল কিল্লা থেকে সরাসরি সম্প্রচার হবে দূরদর্শনে

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের কমিটি থেকে বেরিয়ে এলেন প্রসেনজিত-অপর্ণা

পরিচালক রাজ চক্রবর্তীকে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান ঘোষণা করার দু'দিনের মধ্যেই অ্যাডভাইসরি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক অপর্ণা সেনও বেরিয়ে এলেন ২৫তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে। যদিও প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কার করেছেন, ''চলচ্চিত্র উৎসবের প্রয়োজনে সমস্ত রকম সাহায্য'' তিনি করবেন।আগেই প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''অন্যান্য অনেক দিকে ব্যস্ত থাকার কারণেই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব সংক্রান্ত মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি। আর কোনও দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করতে না পারলে সেখানে থাকার কোনও অর্থ নেই। সেকারণে নিজেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলাম।'' এদিন পিটিআইকে অভিনেতা বলেন, ''আমার বিভিন্ন কাজ রয়েছে। সেকারণেই রবিবার কেআইএফএফ কমিটিকে চিঠি লিখে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসার কথা জানিয়েছিলাম।'' পরিচালক গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়-সহ অভিনেতা মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চক্রবর্তী এবং রঞ্জিত মল্লিক রয়েছেন এই অ্যাডভাইসরি কমিটিতে। এদিকে অ্যাপেক্স অ্যাডভাইসরি কমিটিতে তাঁর নাম রাখা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অপর্ণা সেন। পরিচালকের বক্তব্য, না জানিয়েই তাঁর নাম কমিটিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে।অপর্ণা সেন বলেন, ''তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক (কেআইএফএফ-এর আয়োজক) থেকে নাম কমিটিতে উল্লেখ করার আগে একবারও আমার সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি।'' পরিচালকের মতে, তাঁকে চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান করা উচিত। সিনেমা জগতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি অ্যাডভাইসরি কমিটিতে থাকতে তখনই রাজি থাকবেন যদি তাঁর থেকে অভিজ্ঞ কেউ চেয়ারম্যানের পদে থাকেন। অর্পণা অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন কেআইএফএফ-এর মিটিংয়ে আসার সময় নেই তাঁর।''আমি নতুন ছবির কাজ শুরু করেছি। তাছাড়াও অস্কার নমিনেশনের জুরি মিটিংয়েও থাকতে হবে আমাকে'', অর্পণা সেন। তবে রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, চলচ্চিত্র উৎসবের সাফল্যের জন্য তিনি সর্বত চেষ্টা করবেন। রাজ বলেন, ''আমি রীনাদি এবং বুম্বাদার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলব। তাঁদের পরামর্শ আমার প্রয়োজন। সরকার আমাকে এই পদ দিয়েছেন এবং উৎসবকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে আমি সমস্ত চেষ্টা করব।'' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন চলচ্চিত্র উৎসবের কো-চেয়ারম্যান এবং যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস অ্যাডভাইসরি কমিটির প্রধান। এদিন অনেকবার চেষ্টা করেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ২৫তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৮ থেকে ১৫ নভেম্বর।অভিনেত্রী অপর্ণা সেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উপদেষ্টা কমিটি থেকে নাম সরিয়ে নিলেন। কয়েকদিন আগেই চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান পদে রাজ চক্রবর্তীকে বসানোর জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।এবছর কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ২৫ বছর উপলক্ষে বিশেষভাবে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যেই কমিটিতে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষের মতো পরিচালকেরাও রয়েছেন। অর্পণা সেনের বক্তব্য, কমিটিতে তাঁর নাম রাখার আগে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে তাঁর সঙ্গে একবারও আলোচনা করা হয়নি।তাঁর ক্ষোভ, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান পদে তাঁর থেকে অভিজ্ঞ কেউ থাকলে, তবেই তিনি উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবেন। তাঁর দাবি, তাঁকে চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান করা উচিত ছিল। কারণ, সিনেমা জগতে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকটাই বেশি।

কচুশাক কেন খাবেন ?

কচুশাক একটি সহজলভ্য সবজি। কচুপাতা ভর্তা ও তরকারি বেশি জনপ্রিয়। ইলিশ, চিংড়ি, ছোট মাছ বা শুঁটকি মাছ দিয়ে কচুশাকের তরকারি বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। কচুশাককে অনেকেই গুরুত্ব দিতে চান না। তবে আপনি জানেন কি কচুশাকের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে। কিন্তু এই কচুশাকই দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদার অনেকখানি পূরণ করতে পারে।

কচুশাকের পুষ্টিগুণ

কচুশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহ। প্রতি ১০০ গ্রাম কচুশাকে থাকে ৬.৮ গ্রাম শর্করা, ৩.৯ গ্রাম প্রোটিন, ১০ মিলিগ্রাম লৌহ, শূন্যদশমিক ২২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি ১ থায়ামিন , শূন্য দশমিক ২৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি ২ (রাইবোফ্লেভিন), ১২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১.৫ গ্রাম স্নেহ বা চর্বি, ২২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৫৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি।

আসুন জেনে নিই কচুশাক কেন খাবেন-

রাতকানা রোগ

কচুশাক ভিটামিন এ এর খুব ভালো উৎস। রাতকানা রোগসহ ভিটামিন এ এর অভাবে হওয়া সবধরনের রোগপ্রতিরোধে কচুশাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কচুশাকে ভিটামিন এ থাকে, যা আমাদের রাতকানা, ছানি পড়াসহ চোখের বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধসহ দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দেয়।

হিমোগ্লোবিন

কচুশাক আয়রণসমৃদ্ধ বলে এর সমাদর অনেক বেশি। আমাদের শরীরে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে সব ডাক্তারই কচুশাক খাওয়ার পরামর্শ দেন। কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকে, তই রক্তশূন্যতায় ভোগা রোগীদের জন্য কচুশাক খাওয়া একরকম আবশ্যক বললেই চলে।

মুখ ও ত্বকের রোগ

ভিটামিন এ এর পাশাপাশি এতে রয়েছে ভিটামিন বি ও সি। তাই মুখ ও ত্বকের রোগপ্রতিরোধেও কচুশাক সমান ভূমিকা রাখে।

হৃদরোগ ও স্ট্রোক

কচুশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম, তাই হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায়। তাছাড়া কচুশাক খেলে রক্তের কোলেস্টেরল কমে তাই উচ্চরক্তচাপের রোগীদের জন্য কচুশাক এবং কচু বেশ উপকারী। নিয়মিত কচুশাক খেলেকোলন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে, যা খাবারকে সহজে হজম করতে সাহায্য করে থাকে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে, তারা কচুশাক খেতে পারেন।

শরীরে ক্ষত

কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকায় এর লৌহ উপাদান আপনার দেহে সহজে আত্তীকরণ হয়ে যায়। তাছাড়া ভিটামিন সি শরীরের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কচুশাক খাওয়ানো উচিত।

অক্সিজেন সরবরাহ

আমাদের শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ সচল রাখতে কচুশাক অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালনকরে থাকে। এ শাকের আয়রন ও ফোলেট রক্তের পরিমাণ বাড়ায়। ফলে অক্সিজেন সংবহন পর্যাপ্ত থাকে। এতে উপস্থিত ভিটামিন কে রক্তপাতের সমস্যা প্রতিরোধ করে।

দাঁত ও হাড়ের গঠন

কচুশাকের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হল এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাংগানিজ ও ফসফরাস। আমাদের দাঁত ও হাড়ের গঠন ও ক্ষয়রোগ প্রতিরোধে কচুশাকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভবতী নারী

কচুশাকে বিদ্যমান নানা রকমের ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান গর্ভবতী মা ও শিশুর জন্য অনেক উপকারী। কচুশাক সহজলভ্য তাই দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী নারীরা ভিটামিন ও আয়রনের চাহিদা পূরণের জন্য কচু বা কচুশাক খেতে পারেন।

সতর্কতা

কচুশাক বা কচু খেলে অনেক সময় গলা চুলকায়। কারণ এতে অক্সালেট নামক উপাদান থাকে। তাই কচু রান্না করার সময় লেবুর রস বা সিরকা ব্যবহার করা উচিত। তবে যাদের শরীরে অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাদের কচু বা কচুশাক না খাওয়াই ভালো।

স্বাস্থ্য সুন্দর হোক পরিষ্কার হেশেলে

আমরা তো সবাই রান্না করি কিন্তু তাড়াহুড়োর চক্করে রান্নাঘর অনেক সময় নোংরা ভাবে ছেড়ে চলে আসি। তাই আমাদের উচিত রান্নাঘর পরিপাটি করে রাখা। নোংরা রান্নাঘর থেকে অনেক রকমের জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। তাই চলুন জেনে নেই প্রতিদিন কি করবেন।

রান্না হয়ে গেলে গ্যাস ওভেন ও গ্যাসের টেবিল সাবান জল দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন।খাবার সার্ভ করার সময় বা তেল ঢালার সময় পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিতে হবে। নয়তো ওই দাগ বসে যেতে পারে। রান্না ঘরের মেঝে দিনে দুবার মুছে পরিষ্কার করুন সকালে ও রাতে রান্নার পরে মুছলেই ভালো রাতে মোছার অসুবিধে হলে মব দিয়ে মুছে নিন। রান্নাঘরের ওভেন এর উপর চিমনির গায়ে কিন্তু তেল জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অটোক্লিন চিমনি নাহলে চিমনি খুলে পরিষ্কার করার ব্যাপার থাকে।সপ্তাহে দুবার এই চিমনি পরিষ্কার করে নিন। রান্নাঘরের বেসিন সব সময় যেন ঝকঝকে থাকে।বেসিনে এঠো কাপ প্লেট জমিয়ে রাখবেন না।যদি এঠো থালা বাটি রাখতেই হয় বেসিন এর নিচে ঢাকা দেওয়া জায়গায় রাখুন। বেসিনের মুখে কিছু আটকে গেলে ভিনিগার ঢেলে রাখতে পারেন।কয়েক ঘন্টা পরে নিজে থেকেই বেসিনের মুখ খুলে যাবে।

ফ্লোরে প্রযোজক নয় অভিনেতা জিতকে পাই

প্রথমবার স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেল জিতের ছবি ''প্যাঙ্খার''। প্রথম সপ্তাহে ব্যবসার নিরিখে বেশ ভালই ফল করেছে এই ছবি। জিত-শ্রদ্ধা জুটি জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। আর সব দেখে যোগাযোগ করা হল ছবির পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষের সঙ্গে। প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত, ''প্যাঙ্খার''-এর কেমন প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন? পরিচালক বললেন, ''প্রতিক্রিয়া তো খুবই ভাল। দু'জন বন্ধুর সঙ্গে রবিবার দক্ষিণ কলকাতার একটি মাল্টিপ্লেক্সে গিয়েছিলাম, সেখানে ছবি হাউসফুল। দর্শক টিকিট না পেয়ে কাউন্টার থেকে ফিরে যাচ্ছে। সবথেকে বড় বিষয় ফিডব্যাক ভাল পাচ্ছি।'' প্রথমবার বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা গেল জিতএবং শ্রদ্ধা দাসকে। এই জুটিকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাও দারুন বলছেন অংশুমান। ''জিতস্যারের সঙ্গে প্রায় ছয় বছরের সম্পর্ক। উনি আমার গড ফাদার। যখন খুব খারাপ সময় চলছিল তখন জিতস্যারই একমাত্র যিনি ভরসা জুগিয়েছিলেন যে আমি লিখতে পারি তারপরেও তিনিই একজন যাঁর কারণে পরিচালক তকমা পেলাম'', অনর্গল বলে চললেন ''প্যাঙ্খার'' পরিচালক।''আর শ্রদ্ধার কথা বলতে হলে, বলতে পারি শ্রদ্ধা ভীষণ মনোযোগী। ওর সঙ্গে কাজ করা সুবিধে'', অংশুমান।প্যাঙ্খারের চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন অংশুমান ও পরমশ্রীত।সিরিয়াল কিলারের গল্প নিয়ে রাতের টেলিপর্দায় লাবণীজিতের ছবি মানেই লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্ররা। জিতমানেই সিঙ্গেল স্ক্রিন হাউসফুল। প্রায় কথা কেট পরিচালকের বক্তব্য, ''সিঙ্গেল স্ক্রিনেও খুবই ভাল যাচ্ছে। এটা একটা কমার্শিয়াল ছবি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়েও মাল্টিপ্লেক্সে ছবি বক্সঅাস্টার। রুদ্রাল এবং আরবান দুটো জায়গাতেই ছবিটা সাফল্য পাচ্ছে, কারণটা চিত্রনাট্য। মনে হচ্ছে আমরা ঠিক রাস্তায় চলছি।'' পরিচালক অংশুমান প্রত্যূষ সামনে বলিউডে মিশন মঙ্গল মুক্তি পেতে চলেছে। টাফ টক্করে পড়তে চলেছে ''প্যাঙ্খার'', অন্তত বক্স অফিসের অঙ্ক তাই বলে। তবে অংশুমানের কথায়, ''ছবি ভাল হলে মানুষ একসঙ্গে তিনটে ছবিও দেখে। সেটা অক্ষয় কুমার হোক বা জিত স্যারের সিনেমা। স্বাধীনতা দিবসে তো এখন জন আব্রাহমও ছবি আনে, তাই বলে কি অক্ষয় কুমারের ছবি দর্শক দেখে না।''আলিয়া ভাটের বাবার ভূমিকায় যিশু সেনগুপ্তর একটা কথা যা ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলে শোনা যায়, জিতনাকি ছবিতে নিজের মতামত চাপিয়ে দেন। কথাটা কতটা সত্যি? অংশুমান বললেন, ''এটা একেবারেই মিথ্যে কথা। যখন পরিচালক ছিলাম তখনও দেখেছি, আজ ওনাকে পরিচালনা করতে গিয়ে দেখছি, কথাটা ভুল। এক শতাংশ সত্যি হতে পারে। কারণ স্যার, প্রি-প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রোডাকশনে প্রযোজক হিসাবে থাকেন, সঠিক মতামত দেন। কিন্তু ফ্লোরে উনি অভিনেতা, বলা যায় ''ডিরেক্টর্স অ্যাক্টর''। তবে হ্যাঁ, নিজের কাছে আপনাকে পরিস্কার থাকতে হবে।পরিচালকের পয়েন্ট অফ ভিউ বুঝে কাজ করেন। সেখানে নিজের মতামত দেন ঠিকই কিন্তু পরিচালক নিজের কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলে উনি পরিচালকের মতামতই নেবেন। সুতরাং, ''চাপিয়ে দেন'' কথাটা আদ্যন্ত ভুল।''

কেন নারীরা পুরুষদের চেয়ে খাটো হয় ?

প্রাণীজগতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের গড় উচ্চতা নারীদের চেয়ে বেশি। এটা জটিল ও কঠিন বিষয়। বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানী মনে করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীর উচ্চতায় পার্থক্য এসেছে।

অতীতে প্রাণীজগতে নারীসঙ্গী লাভের জন্য পুরুষদের মধ্যে তীব্র লড়াই হতো। লম্বা ও শক্তিশালী পুরুষদের জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি বলে তাদের সন্তানদের একই গুণাবলি অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিবর্তনের ধারায় গড় উচ্চতা বেশি— এমন পুরুষ ও মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সন্তান জন্মদানের সময় খাটো মেয়েদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে বিবর্তনের ধারায় অপেক্ষাকৃত লম্বা মেয়েদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের গড় উচ্চতা ছেলেদের চেয়ে কম।

ভালো, পুষ্টিকর ও বেশি খাবার সাধারণত পুরুষেরাই আদিকাল থেকে পেয়ে আসছে। এখনো এই প্রথা অব্যাহত আছে। কম খাওয়া জুটলে উচ্চতাও তুলনামূলক কমে যায়। সমাজবিদেরা মনে করেন, মেয়েদের গড় উচ্চতা কম হওয়ার পেছনে এ সামাজিক বৈষম্য কাজ করেছে।

তবে নারী পুরুষদের উচ্চতার এই পার্থক্যের কারণ মূলত জেনেটিক। মেয়েদের কয়েক বছর আগে থেকে লম্বা হওয়া বন্ধ হয়ে যায় নারীর মাঝে হরমোনের পরিবর্তনটা খুবই লক্ষণীয়।

সাইজে বড় হওয়ার কারণে সুবিধা আছে অনেক, তবে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো তুলনামূলক বেশি খাবার খেতে হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে পুরুষদের। অথচ নারী যদি তুলনামূলক লম্বা হয়, তাহলে নানা দিক দিয়েই ভালো।

আকর্ষণীয়তার প্রথম প্লাস পয়েন্ট। এই পশ্চিমা দেশে নারী ফিগার বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। মেয়ে মানুষদের জন্য কত সব বিবরণ। কার্ভি মেয়ে, অর্থাৎ এই পশ্চিমা দেশে ৩৬-২৪-৩৬ইঞ্চি সাইজকে কার্ভি বলা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে আপেল কলা এবং পেয়ার সেইপও আছে।

এক সমীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ দেশেই গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারীদের চেয়ে ৪-৯ শতাংশ লম্বা। যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে ৬ ইঞ্চি লম্বা। সমীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ দেশেই গড়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মহিলাদের চেয়ে ৪-৯ শতাংশ লম্বা।

গুগল ক্রোমের চেয়ে বেশি নিরাপদ এজ

প্রযুক্তির বিশ্বে ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এখন গুগল ক্রোম। একটা সময় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা মজিলা ফায়ারফক্স শীর্ষ ওয়েব ব্রাউজার থাকলেও এখন গুগল ক্রোমের ধারে কাছেও নেই কোনোটি।

কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্নে এগিয়ে কোনটি? এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা দাবি করছে, গুগল ক্রোমের চেয়েও ব্যবহারকারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ মাইক্রোসফট নতুন ওয়েব ব্রাউজার 'এজ'।

যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম এনএসএস ল্যাবের এক সমীক্ষা শেষে দাবি করা হয়েছে, স্ক্যাম বা ভুয়া প্রতারক সাইটগুলো থেকে সুরক্ষা দিতে 'এজ' সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

স্ক্যাম সাইটগুলোর উদ্দেশ্যে থাকে মানুষকে ভুল তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্তি করে বা লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য; যেমন পাসওয়ার্ড, ঠিকানা, মেসেজ, ক্রেডিট কার্ড নাম্বার ইত্যাদি জেনে নেওয়া। এ পদ্ধতিটিকে ফিশিংও বলা হয়ে থাকে। আধুনিক ওয়েব ব্রাউজারগুলো এসব স্ক্যাম সাইটের সন্দেহজনক ইউআরএল শনাক্ত করার ক্ষমতা রাখে। তবে প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এসব স্ক্যাম সাইটগুলোর কর্মপদ্ধতিও উন্নত হচ্ছে এবং আরও অভিনব উপায়ে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

এনএসএস ল্যাব এমন নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনটি জনপ্রিয় ব্রাউজার ক্রোম, ফায়ারফক্স ও এজের ওপর ৩৬ হাজার ১শ ২০ টি সন্দেহজনক ইউআরএলের পরীক্ষা চালায়।

পরীক্ষায় ক্ষতিকর ইউআরএল ব্লক করা, নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা ও নতুন সৃষ্ট হুমকি থেকে নিরাপত্তা প্রদানে কোন ব্রাউজার কতোটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তা খতিয়ে দেখা হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাইক্রোসফট এজ ৯২.৩ শতাংশ ফিশিং ইউআরএল ব্লক করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে গুগল ক্রোমের সফলতার হার ৭৪.৫ শতাংশ এবং ফায়ারফক্সের সফলতা ৬১.১ শতাংশ।

ক্ষতিকর সাইটগুলো থেকে সুরক্ষার জন্য আধুনিক ব্রাউজার গুলো ইউআরএলগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে। এরপরকোন শ্রেণির ইউআরএল কতোটা নিরাপদ তা বিবেচনা করে সে সংক্রান্ত তথ্য ক্লাউডে সংরক্ষিত রাখে। ব্যবহারকারী কোনো ক্ষতিকর ইউআরএলে প্রবেশ করতে চাইলে ব্রাউজার এর শ্রেণি অনুযায়ী ক্লাউডের পারমিশন চায়। যদি ব্যবহারকারী ইউআরএল ক্ষতিকর শ্রেণির হয়ে থাকে, তবে ব্রাউজার সতর্কবার্তা দেখাবে। আর নিরাপদ ইউআরএলের ক্ষেত্রে ব্রাউজার সেখানে প্রবেশ করবে।

নতুন ধরনের ম্যালওয়্যার 'জিরো আওয়ার' ফিশিং স্ক্যামের ক্ষেত্রেও এজ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে। এজ ৮১.৮ শতাংশ জিরো আওয়ার ফিশিং স্ক্যাম ব্লক করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে ক্রোম ৫৮.৬ শতাংশ ও ফায়ারফক্স ৫০.৭ শতাংশ সফল।

গুগল ক্রোম বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সহজ ব্যবহার, দ্রুত গতি ও ব্যাপক কার্যপরিধির কারণে। অপরদিকে মাইক্রোসফট এজ উইন্ডোজ-১০ এর একটি ডিফল্ট ব্রাউজার। সম্প্রতি এন্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইসের জন্য এর অ্যাপ বাজারে এসেছে।

সেক্রেড গেমস''-এর পরে সেফের বন্ধু হলেন অনুপ্রিয়া

তাঁকে সবাই চেনেন 'পদ্মাবত'-এ শাহিদ কপুরের প্রথম স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করা নায়িকা হিসেবে। নাম অনুপ্রিয়া গোয়েঙ্কা। নেটফ্লিক্স সিরিজ 'সেক্রেড গেমস'-এর দ্বিতীয় সিজনে তাঁকে ফের আবিষ্কার করবেন দর্শক। সেফ আলি খান অভিনীত চরিত্র সরতাজ সিংহের প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অনলাইন সিরিজে কাজ করেছেন অনুপ্রিয়া। সেফের বিপরীতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেছেন, ''সেফ দারুণ মানুষ! ওঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়া যায়। অনেক পড়াশোনা ওঁর। তার উপরে ব্যক্তিত্বশালী একজন মানুষ। সহ-অভিনেতাকে এক্সপেরিমেন্ট করার অনেকটা জায়গা দেন সেফ। আবার নিজেও অসাধারণ অভিনয় করেন। আমরা শটের পরে অনেকক্ষণ গল্প করতাম। কখনও এটা মনে করাতেন না যে, উনি একজন বড় তারকা আর আমি নবাগত।''সেক্রেড গেমস'-এর প্রথম ভাগেই বোঝা গিয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সরতাজ সিংহ বেশ বিভ্রান্ত। এবং তার কারণ হিসেবে বিবাহবিচ্ছেদ একটি বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু প্রযোজক ও পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ এবং বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে সরতাজের ব্যক্তিগত জীবনের উপরে খুব একটা ফোকাস রাখেননি গত বার। অনুপ্রিয়া জানিয়েছেন, সেই কাজটাই এ বার করেছেন নির্মাতারা। তাঁর কথায়, ''গত বার আমার চরিত্রটিকে (মেঘা) নেহাত দর্শকের সঙ্গে পরিচয়টুকু করানো হয়েছিল। কিন্তু কী কারণে ওদের সম্পর্ক ভাঙল, কেন সরতাজ এতটা ভেঙে পড়েছিল, এই বিষয়গুলো এই সিজনে দেখানো হবে। এ বার সরতাজ যে পদক্ষেপগুলো করবে তার উপরে মেঘারও হাত আছে। সেই জায়গাগুলো আবিষ্কার করতে দর্শকের ভালই লাগবে আশা করছি।''

মঙ্গলবার রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে রাখি পড়িয়ে দেন এক যুবতি। ছবি- নিজস্ব।

শুক্রবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স): শুক্রবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে । এই রবিবারে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হতে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে ঘনীভূত হয়েছে একটি নিম্নচাপ । এই কারণেই জোরদার বৃষ্টিপাত হতে চলেছে । আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বেশ কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ।

পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থান করছে একটি নিম্নচাপ। ধীরে ধীরে সেটি উত্তর পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে । তবে দিনভর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ।

বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে । তাই রাজ্যে বৃষ্টির একমাত্র ভরসা নিম্নচাপ । গত সোমবার রাত থেকে তার জেরে বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো । বুধবার সকালের পরিস্থিতিও প্রায় একইরকম । দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা । উপকূল জেলাগুলোতে চলছে ভারী বৃষ্টি । শুক্রবার থেকে আবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন আবহবিদরা ।

রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন এলাকা। প্রায় জলের তলায় চলে গেছে খিদিরপুরের কার্ল মার্কস সরণি, আলিপুরের বডিগার্ড লাইন এবং বেহালা, সখের বাজার, শীলপাড়া। জল জমেছে কলেজ স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মহাত্মা গান্ধী রোড, ঠনঠনিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট এবং বড়বাজার এলাকায় নিচু জায়গায় জল জমেছে। কোথাও গোড়ালি পর্যন্ত আবার কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার স্থানীয় বাসিন্দারা । জল জমে যাওয়ার ফলে শহরের একাধিক রাস্তায় যানজট তৈরি হয়েছে । যানবাহনের গতিও যথেষ্ট স্লথ । জল সরিয়ে তড়িঘড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুরসভার কর্মীরা ।

রাতে দু ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রাতের টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণ কলকাতার চেনা জল জমার ছবি ফিরল শহরে। জল জমে গিয়েছে খিদিরপুর, বেহালা, আলিপুর এলাকায়। খিদিরপুরে কার্ল মার্কস সরণী, আলিপুরের বডিগার্ড লাইন এবং বেহালা, সখের বাজার, শীলপাড়ায় জল জমেছে। কোথাও গোড়ালি পর্যন্ত জল আবার কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল জমেছে। বৃষ্টিতে জল জমার সেই চেনা ছবি মধ্য এবং উত্তর কলকাতাতেও। কলেজ স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মহাত্মা গান্ধী রোড, ঠনঠনিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট এবং বড়বাজার এলাকায় নিচু জায়গায় জল জমেছে। ইতিমধ্যেই জমা জল বের করতে ম্যানহোল খুলে দিয়েছেন পুরসভার কর্মীরা। কিন্তু জল জমার ফলে সাধারণ মানুষের সেই পরিচিত দুর্ভোগের ছবিই উঠে এসেছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে সাধারণত মেঘলা। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভবনা। আদ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা।

আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রী কম। সর্বনিম্ন, ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৭৯ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪৩ দশমিক ০ মিলিমিটার।

স্থিতিশীল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থান

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তবে,হাসপাতাল সূত্রে খবর অনেকটাই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে অভিনেতার। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কথা বলতে না পারলেও আপাতত কথা বলছেন সবার সাথেই।

মঙ্গলবার রাত থেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছিল জনপ্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। রাতে সামাল দিতে পারলেও বুধবার সকালেই অভিনেতাকে ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। আপাত চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেসরকরি হাসপাতাল রংবীতেই ভর্তি অভিনেতা।

এই প্রসঙ্গে অভিনেতার কন্যা তথা নাট্যাভিনেত্রী পৌলমী বসু বলেন, ”বাবা মঙ্গলবার রাত থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাসকষ্ট বাড়ছিল। জ্বর আসে। চিকিৎসককে খবর দেওয়া হলে তিনি এসে ওষুধ দেন, তবে জ্বর তাতে কমেনি। তখন চিকিৎসক সুনিপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থা পর্যালোচনা করে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। তারপরেই বুধবার সকালে বাবাকে ভর্তি করা হয়ঊ বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানান, বাবার বাম ফুসফুসে একটা প্যাচ ধরা পড়েছে। ওটা নিউমোনিয়া। বাবার অক্সিজেন চলছে। তবে উনি আগের থেকে ভালো আছেন। কথা বলছেন। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ৭-৮ দিন হাসপাতালে থাকতে হতে পাবে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং রামমন্দির নির্মাণের দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্মেলনে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি . স.) : অবিলম্বে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং রামমন্দির নির্মাণের দাবি উঠল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্মেলনে। বুধবার কলকাতায় পরিষদের সম্মেলনে সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা 'হিন্দু বিশ্ব'-র সম্পাদক বিজয়শঙ্কর তিওয়ারি বক্তৃতায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মসজিদ বানানোর সরকার' রামনামের বিরোধিতা করছে। সোনার বাংলাকে পরিণত করছে বর্বর বাংলায়।

পরিষদের আন্তর্জাতিক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন এদিন বলেন, "কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ অনেক আগেই হওয়া দরকার ছিল। যাঁরা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন, তাঁরা দেশপ্রেমিক নন। ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও পুরনো ছবি ও ফটোশপের সাহায্যে প্রচারের চেষ্টা করছেন ওখানকার অশান্তি হিসাবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও শান্ত।"

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং রামমন্দির নির্মাণের জন্য ভারতবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, এই মন্তব্য করে সুরেন্দ্র জৈন বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টির নিয়মিত শুনানী ও প্রাত্যহিক অগ্রগতির দিকে নজর রাখছে। আশা করি প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের আগে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আইনি সিদ্ধান্ত জানিয়ে যেতে পারবেন। আমরা মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে সময়ের কোনও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করিনি। আদালতের রায়ের ওপর আমাদের আস্থা আছে।"

প্রকাশ্য স্থানে মানুষের চলার স্বাভাবিক অধিকার বিঘ্নিত করে নমাজ পড়া বন্ধ করার দাবি তোলেন সুরেন্দ্র জৈন। তিনি বলেন, "বামেদের ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের ৮ বছর এ রাজ্যে দুঃশাসন চলেছে। কিন্তু এখন হিন্দুদের নবজাগরণ শুরু হয়েছে। লাখো হিন্দু জন্মাষ্টমী, রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীতে সামিল হয়েছে।" আরএসএস-এর দক্ষিণবঙ্গের কার্যবাহক জিষ্ণু বসু এদিন সমাবেশে বলেন, ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ স্থানে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। সঞ্জয় নামে আমাদের এক প্রতিবাদী কার্যকর্তা ঘরে ফিরতে পারছেন না। তাঁর স্ত্রী শিক্ষিকা। নিরাপত্তার অভাবে ছোট বাচ্চা নিয়ে প্রায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। একই অবস্থা প্রদীপ নামে আর এক কার্যকর্তার। এর মধ্যেই বাঙালি হিন্দুদের বেঁচে থাকার লড়াই করতে হবে। আজ আমি কী করছি, তার ওপর নির্ভর করবে আমাদের ভবিষ্যৎ। 'আমি হিন্দু' ২০০-৫০০ বছর বাদে যাথে আমরা বলতে পারি, তার জন্য সক্রিয় হতে হবে এখনই।

জিষ্ণুবাবু বলেন, ক'দিন আগে কিছু মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে অসহিষ্ণুতার কথা লিখেছিলেন। লিখেছিলেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বণি দেওয়া হচ্ছে মানুষকে আক্রমণের জন্য। আমরা বলি ওটা 'ওয়ার ক্রাই' নয়, আমাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই মন্ত্র না পড়লে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। প্রতিটি গ্রামে, প্রতি মহল্লায় এই মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। ভারত কখনও সাম্প্রদায়িক ছিল না। এখানেই শুরু হয়েছিল নবজাগরণ। যাকে অনেকে বলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদের জাগরণ। ভারতমাতাকে এই ভূমি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র পুজো করেছিলেন দেবী দুর্গা হিসাবে। শ্রী অরবিন্দ, অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতার সেই ঐতিহ্যকে লালন করেছেন। ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ করতে গেলে ভারতমাতাকে পুজো করতে হবে। ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ করতে গেলে 'জয় শ্রীরাম' বলতে হবে।

সাংবাদিক-সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং রামমন্দিরের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা। বলেন, যে কোনও মূল্যে এই অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। রামচন্দ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আবেগ। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ দিয়ে যে লড়াইয়ের সাফল্যের মুখ আমরা দেখলাম, সেই লড়াইয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে অযোধ্যায় মন্দির গড়া এবং অভিন্ন আইনি অধিকারের মাধ্যমে। শিক্ষাবিদ তথা গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "রামচন্দ্র আমাদের বুকের ভেতর আছেন। সুপ্রিম কোর্ট আশা করি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।" সমাজজীবনে রামচন্দ্রের প্রভাব নানা উদাহরণের মাধ্যমে সরল কথায় ব্যাখ্যা করেন অচিন্ত্যবাবু।

বিজয়শঙ্কর তিওয়ারি বলেন, কাশ্মীরের জন্য বলিদান দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এবং রামমোহনের মত সমাজসংস্কারকদের পূণ্যভূমি এই বাংলা। তাঁরা হলেন আসল নায়ক। প্রধানমন্ত্রীকে যে ৪৯ জন অসহিষ্ণুতার চিঠি দিয়েছিলেন, দুঃখের ব্যাপার তাঁদের ২৬ জনই এই বাংলার। এরা চক্রান্তকারী, নকল নায়ক। এ রাজ্যে ২০০-র ওপর হিন্দু খুন হয়েছেন। নকল নায়করা কিন্তু একবারও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে দুশ্চিন্তা জানাননি। ওঁদের কী করা উচিত, বাংলার মানুষই তা ঠিক করুন।

এ দিন অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় বাংলা 'হিন্দু বিশ্ব বার্তা'-র জন্মাষ্টমী সংখ্যা। মাসিকের সম্পাদক পীতারুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "কেবল বিশ্বের কিছু স্থান বা পাকিস্তান-বাংলাদেশ নয়, ভারতের কিছু জায়গাতেও নির্যাতিত হচ্ছেন হিন্দুরা। ছাপার অক্ষরে এ কথা নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করার জায়গা চাই।" সংগঠনের পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্র সংগঠনের মন্ত্রী অমিয় সরকার বলেন, "রাখিপূর্ণিমা হিসাবে আজ আনন্দের দিন। কিন্তু ভারতের গুটিকয় পরিবারের প্রভাবে মধ্যরাতেয়খন্ডিত হয়েছিল এই দেশ।" এদিন মঞ্চে অন্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ভিএইচপি-র দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত-সভাপতি দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, রিষড়া প্রেমমন্দিরের ব্রহ্মচারী নির্গুনানন্দ, ভারত সেবাশ্রমের অন্যতম কার্যাধ্যক্ষ গুরুপদানন্দ, পরিবেশবিদ মোহিত রায়, মহাউদ্ধারণ মঠের কর্মাধ্যক্ষ বন্ধু গৌরব মহারাজ, গুরুচরণ মহারাজ প্রমুখ। 'ভারতমাতা কী জয়', 'হর হর মহাদেব', 'জয় শ্রীরাম' ধ্বণিতে সরগরম ছিল এ দিনের সভা। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি।

মনে পড়ে সংগ্রামের দিন আর স্বাধীনতা দিবস : চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : "আমার মায়ের পিসতুতো ভাই ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন)।" স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানালেন কলকাতা ও মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নবতীপর চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। চিত্ততোষবাবুর কথায়, "আমাদের বাবা-কাকারা সরাসরি বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত হননি। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নানাভাবে বিপ্লবীদের সহযোগিতা করেছেন। বাবা এবং মেজকাকা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পারিবারিক পত্রিকা মাসিক 'বঙ্গবানী' প্রকাশ করেছিলেন। আনুমানিক ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত চলেছিল ওটি। শরৎচন্দ্র নিয়মিত লিখতেন। ওঁর 'পথের দাবি' এতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। ওই উপন্যাস বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।" আন্দোলনপর্বের স্মৃতিচারণে চিত্ততোষবাবু বলেন, "দেশবিভাগের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল আলোড়ণ। রাস্তায় মার্কিন সেনাদের সঙ্গে লোকের প্রায়ই মারামারি হত। এই সঙ্গে বিভাজনের আবহ। ১৯৪৬-এ হয়ে গেল ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। ওই সময়ে হিন্দুদের হয়ে বলার সেরকম কেউ ছিলেন না। শরৎ চন্দ্র বসু, সুরাবর্দি ও আরও কেউ কেউ চেয়েছিলেন সার্বভৌম বাংলা। এই প্রশ্নে মেজকাকা প্রবল সরব হয়েছিলেন। দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচন্ড বিরোধ ছিল। উনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেটা না করলে এই তল্লাটের অনেকটাই পূর্ব পাকিস্থান হয়ে যেত। মেজকাকা তো বলতেন, জিন্না ভারতবর্ষকে ভাগ করেছেন, আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।" কেমন দেখেছেন স্বাধীনতা দিবস? প্রবীন আইনজীবীর জবাব, "১৯৪৭-এ পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে স্বাধীন হবে ভারত। সে এক উন্মাদনা। প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন মেজকাকা। স্বাধীনতা দিবসের আগেই আমি তাঁর সঙ্গে দিল্লি গেলাম। মধ্যরাতে কন্সটিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির ভিজিটর্স গ্যালারিতে বসে প্রত্যক্ষ করলাম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এখনও মনে পড়ে 'জনগনমন' ও 'বন্দেমাতরম' গাইলেন সুচেতা কৃপালিনী। সত্যিই শিহরণ জাগানো ঘটনা। পরদিন বিকেলে জওহরলাল নেহরু পতাকা উত্তোলন করলেন লেডি মাউন্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে। লালকেল্লা, ইন্ডিয়া গেটে তখন অন্য রূপ। রাষ্ট্রপতি ভবনকে সে সময়ে বলত ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে গেলাম গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের রিসেপশনে। আমার ও মেজকাকার পরনে ছিল স্বদেশী পোষাক। মেজকাকা পেলেন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সাপ্লাই মন্ত্রকের দায়িত্ব। পরদিন তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ওঁকে বাংলায় কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ১৯৫০ সালে অবশ্য নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির সময়ে শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। সে এক অন্য ইতিহাস।

স্বাধীনতা দিবসে কলকাতার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় তৎপর লালবাজার

কলকাতা ১৪ আগস্ট (হি.স) : ভারতবর্ষের ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ ই অগাস্ট নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার। বুধবার থেকেই শহরের রাস্তায় নামানো হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনীকে। এছাড়াও শহরের রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি ১০ হাজার পুলিশকর্মী। জানা গিয়েছে, রাস্তায় নেমে নজরদারি চালাবেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরাও।

এদিন থেকেই রাস্তার মোড়ে লাগানো সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শহরের প্রতি কোণে নজর রাখবেন লালবাজারের কর্তারা। এছাড়াও বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও জনবহুল মোড়ে নজরদারির জন্য বসানো হয়েছে ১০টি ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ার ছাড়াও বিভিন্ন ভীড়ের মধ্যে ও জনবহুল এলাকায় নজরদারির জন্য বানানো হয়েছে ১০টি বাঙ্কার। অন্যদিকে শহরের একাধিক বহুতল থেকে স্নাইপার হাতে কড়া নজর রাখছেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। সাধারণ মানুষের সহযোগিতার জন্য থাকছে ১০ টি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ।

স্বাধীনতা দিবসের দিন যে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় জন্য প্রস্তুত রাখা হবে ৩টি কুইক রেসপন্স টিমকে। শহরের কয়েকটি থানায় প্রস্তুত থাকবে এই টিমকে। যে কোনও প্রান্ত থেকে কোনও অশান্তির খবর এলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছবে লালবাজারের ওই কুইক রেসপন্স টিম।

অন্যদিকে বিশেষ নিরাপত্তার কারণে বুধবার রাত ১০ টা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১১ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, ১৪ ঘন্টা বন্ধ রাখা হবে শহরের প্রাণকেন্দ্রের মেয়ো রোড ছাড়াও কুইন্স রোড, ডাফরিন রোড, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, হসপিটাল রোড, জওহরলাল নেহরু রোডের মত বেশ কিছু রাস্তা।

অসমে শুরু স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান নিষেধাজ্ঞা প্লাস্টিক জাতীয় পতাকায়

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট : অসমে গতকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে স্বাধীনতা দিবসের সরকারি অনুষ্ঠান। ত্রিদিবসীয় স্বাধীনতা দিবসকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে প্রশাসন।

প্রতিবারের মতো এবারও গুয়াহাটির খানাপাড়ায় অসম পশু চিকিৎসা-বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় ময়দানে সরকারি মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনস্থল, অতিথি আসন, মঞ্চসজ্জার কাজ শেষ। এ সব তথ্য দিয়েছেন কামরূপ মহানগর জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু। জেলাশাসক জানান, মঙ্গলবার থেকে এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন শুরু হয়েছে। চলবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। সে অনুসারে আন্তঃহাইস্কুল দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগিতা হবে। তাছাড়া ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন মহানগরের সব ছবিঘর যেমন অনুরাধা, প্রাগজ্যোতি, অপ্সরা, মেঘদূত, বন্দনা, উর্বশী, গেলারিয়া হাব, গোল্ড ডিজিটাল সিনেমা, নারেঙ্গি এবং লাখটকিয়ার গোল্ড সিনেমা, খ্রিস্টানবস্তির সিনেপ্লেক্স, পল্টনবাজারের গ্র্যান্ডসিনে, জিএস রোডের ডোনা প্ল্যানেট ভিআর ইত্যাদিতে বেলা ১১টা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে দেশশাত্মবোধাক ছায়াছবি দেখানো হবে। এজন্য অষ্টম থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের বাছাই করা হয়েছে। তিনি জানান, ছাত্রছাত্রীদের নিজের নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রদত্ত আইডি নিয়ে ছবিঘরে আসতে হবে।

এছাড়াও জেলাশাসক পেগু জানান, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর অনুষ্ঠিত হবে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে কিছু বিধি-নিষেধও জারি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। জানান, গতবারের মতো এবারও প্লাস্টিক পতাকা বিক্রিরে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলাশাসক জানান, আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দিঘলিপুখুরি পারে যুদ্ধস্মারক এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি কানন সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি জেলাশাসকের কার্যালয় চত্বর, সার্কিট হাউস ইত্যাদি সরকারি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিও সাজানো হয়ছে। এগুলিকে রংবরঙের আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হবে।

আগামী ২৪ ঘন্টা বজ্রপাতে-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস অসম ও সংলগ্ন রাজ্যে

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টা অসম এবং তার পার্শবর্তী রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের পাশাপাশি মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জানিয়েছে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র।আজ, বুধবার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে জানানো হয়েছে, ১৪ আগস্ট থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টা অসম, মেঘালয়-সহ সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের পাশাপাশি হালকা থেকে মাঝারি কিংবা ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।আবহাওয়া কেন্দ্রের এই পূর্বাভাসে রাজ্যের মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি লাভ করছেন। কেননা, গত দু''দিন ধরে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলছিল। গতকাল থেকে রাজ্যের কোনও কোনও অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হলেও জ্বলছিল গুয়াহাটি। তবে রাত থেকে আবহাওয়া সামান্য অনুকূলে আসে। গুয়াহাটি আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস যদি নির্ভুল থাকে, তা-হলে আগামীকাল ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন গুয়াহাটি-সহ অসমের অন্যান্য প্রান্ত, মেঘালয় ও পার্শবর্তী এলাকার আকাশ মেঘলা থাকবে। কোনও কোনও এলাকায় বজ্রপাতের সঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

অনৈতিক কাজ রুখতে যৌথভাবে সীমান্ত পাহারা দেবে বিএসএফ ও বিজিবি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): এবার থেকে ভারত ও বাংলাদেশের অনৈতিক কাজ রুখতে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) যৌথ অভিযান চালাবেঊ বুধবার ঠিক স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন দক্ষিণবঙ্গের সদর দফতরে এমনটাই জানালেন সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল ওয়াই বি খুরানিয়া ঊ পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জারি রয়েছে লাল সতর্কতা।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের জেরে যাতে আগামীকাল কোনও ধরনের নাশকতা না হয় সেই কারণে ছয়ের পাতায়

পরিবেশের পরম মৈত্র গাছ,তাই গাছকে রাখি পরিয়েই ছাত্রছাত্রীরা শুরু করল রাখী উৎসব

শালবনী, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : বর্তমানে দূষনের যুগে পরিবেশের সব থেকে গুরুত্বপুর্ন ও পরমবৈত্র হল গাছ । তাই গাছকেই গুরুত্ব দিয়ে তার সাথে মৈত্রতা বাড়ুক-এই বার্তা দিতে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা গাছকে রাখি পরিয়ে রাখী বন্ধন উতব শুরু করল বুধবার থেকে । পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী থানার অন্তর্গত ভাদুতলা বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ে এই কর্মসুচি হল এদিন । যেখানে সামিল ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী অভিভাবকেরা ।

এবছর স্বাধীনতা দিবস পালন ও রাখী বন্ধন উতব একত্রে পালিত হবে বৃহস্পতিবার । তাই অনেকেই পৃথক পৃথক কর্মসুচীর মাধ্যমে দিনটিকে পালন করছেন । তবে আগের দিন থেকেই এই রাখীবন্ধন উতবকে বিশেষ ভাবে পালিত করল ভাদুতলা বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয় । পরিবেশের পরম মৈত্র গাছের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বার্তা দিতে গাছকেই রাখী পরানো হল ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে । বিদ্যালয় চত্বরে সমস্ত গাছে ছাত্রছাত্রী ও বিদ্যালয়ের সকলে রাখি পরায় ।সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের ফাঁকা জায়গায় চারা গাছ রোপন করে । প্রতি বছরই তাদের এই ধরনের কর্মসূচি হয়ে থাকে বলা জানান বিদ্যালয় কতৃপক্ষ। ১৫ ই আগস্ট এর দিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচি থাকায় এক দিন আগেই বিদ্যালয় এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা হলো।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিতেশ চৌধুরী বলেন- গাছের কোন বিকল্পটি নেই এবং পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে গেলে প্রচুর পরিমানে গাছ লাগাতে হবে। তাই আমরা চাই গাছের সাথে যেন পড়ুয়াদের মৈত্রীর বন্ধন গড়ে উঠুক। ছাত্র জীবন পেরিয়ে গেলও গাছের সাথে তাদের জন্য সেই বন্ধন টা অটুট থাকে এবং সারা জীবন ধরেই যেন গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করে ও গাছ লাগায়। ছাত্রের মধ্যে এই বোধ জাগানোর জন্য এ ধরনের কর্মসূচি ।

গরু পাচার সমস্যায় নাজেহাল সীমান্ত রক্ষা বাহিনী

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): গরু পাচার এখনও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সব থেকে বড় সমস্যাঊ বুধবার স্বাধীনতা দিবসের আগে দক্ষিণবঙ্গের সদর দফতরে এমনটাই জানালেন সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল ওয়াই বি খুরানিয়াঊ তাঁর কথায় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী এখনও এই সমস্যা সমাধানের জন্য মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছেঊ পাশাপাশি তাঁরা বর্ডারের লাগোয়া সংবেদনশীল জায়গাগুলিতে সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা করছেন।

ওয়াই বি খুরানিয়া জানান, "আমরা বহুল পরিমানে গরু বাজেয়াপ্ত করেছিঊ কিন্তু এই গরুগুলিকে পালন করার মত কোনও ব্যবস্থাপনা আমাদের নেইঊ বিগত কয়েক মাস ধরে এই সমস্যার সম্মুক্ষীন হচ্ছি আমরা।

খুরানিয়া জানান, "বাংলাদেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্কঊ আমরা বহু ভাবনা, সীমান্তকে রক্ষা করার কৌশলগত পদ্ধতি আলোচনা করি নিজেদের মধ্যেঊ" তিনি আরও জানান, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল আসবে কলকাতায়।

তাঁর কথায়, বেশ বড় সংখ্যক বাংলাদেশ ও ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করেছে সীমান্ত রক্ষা বাহিনীঊ গত ছয় মাসে এই ধরনের ৫০০ কেস রেজিস্ট্রার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

গুয়াহাটির জোড়াবাটে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের জোড়াবাটে বুধবার জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, জোড়াবাট কালভার্টের নীচে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বস্তায় মোড়া ছিল লাশটি। আজ বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি বস্তায় বাঁধা কোনও জিনিস কালভার্টের নীচে পড়ে রয়েছে দেখে খবর দেন জোড়াবাট থানায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশের দল। তাঁরা লোক-লশকরের সহায়তায় বস্তাটি ওপরে তুলে তা থেকে এই মৃতদেহটি উদ্ধার করেন। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। তাঁর ধারণা, ব্যক্তিটি কোনও দুষ্কৃতীর হাতে খুন হয়েছেন। খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য কালভার্টের নীচে ফেলে যাওয়া হয়েছে। তবে নিহত ব্যক্তি স্থানীয় নন বলে মনে করছেন তাঁরা। বলেন, অন্য কোথাও তাঁকে খুন করে এখানে এনে ফেলে গেছে দুষ্কৃতী। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন অফিসার।

বাঁকুড়ায় উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হল কন্যাশ্রী দিবস

বাঁকুড়া , ১৪ আগস্ট (হি. স.) : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা জুড়ে পালিত হোল কন্যাশ্রী দিবস।কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে স্কুল ছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ছিল চোখে পড়ার মতো। কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জেলা শাসকের দফতরে প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়।।বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহন করে।শোভাযাত্রা রবীন্দ্র ভবনে শেষ হয়।রবীন্দ্র ভবনে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।স্কুলের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে।।সদর মহকুমাশাসক সুদীপ্ত দাস সহ পদস্থ সরকারী কর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অপর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইন্দাস সংস্কৃতি ভবনে।পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্য কারিগরী দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।জেলা শাসক ডা উমাশঙ্কর এস, জেলা পরিষদের মেন্টর অরুপ চক্রবর্তী, বিধায়ক গুরুপদ মেটে সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার বই নিয়ে কৌতুহল বইপাড়ায়, সরকারি উদাসীনতা নিয়ে সুর চড়ালেন বিশিষ্ট অধ্যাপক

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। চারদিকে চলছে বহু প্রস্তুতি, আলোচনা ও সমাবেশ। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় স্বাধীনতা দিবসের বইয়ের খোঁজও চলছে উৎসুখ বইপ্রেমীদের। আত্মকথা, বক্তৃতা ছাড়াও বিপ্লবীদের জীবন সম্পর্কে লোকের কৌতূহল এখনও আছে। 'পত্রলেখা'-র গুণেন শীল হিন্দুস্থান সমাচার-এর এই প্রতিবেদককে জানান, "স্বাধীনতার ৭২ বছর বাদেও সংগ্রামের বইয়ের পাঠক আছেন। এখনকার স্বাধীনতার বইগুলোর বিষয় কী? গুণেনবাবুর বইয়ের মধ্যে আছে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত, তারিখ অভিধান'। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়কালের প্রায় তিন হাজার ঘটনার সাল, তারিখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে পরিবর্ধিত মুদ্রণে।

উল্লেখযোগ্য অন্য বইয়ের মধ্যে আছে মানিক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ভগৎ সিং রচনাসংগ্রহ, দীপঙ্কর মুখোপাদ্যায়ের 'ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দশক'। হীরেন চট্টোপাদ্যায়ের 'শেষ সংলাপ', 'শ্রীঅরবিন্দ- কারাকাহিনী'। রবীন্দ্রনাথ থেকে সারদামণি, বিবেকানন্দ কেউই বাদ যাননি ব্রিটিশ টিকটিকিদের নজরদারি থেকে। অগ্নিযুগের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের কথা লিখেছেন তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'ব্রিটিশ পুলিশের টিকটিকি ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গুপ্তচর'-এ। তাঁর উল্লেখযোগ্য অপর একটি বই কলকাতায় 'অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা', ঐতিহাসিক দিক থেকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা করেছেন গৌতম নিয়োগী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক জীবন' বইতে। এ ছাড়া চাহিদা আছে 'পত্রলেখা'-র প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রিটিশ কারাগারে সুভাষচন্দ্র', 'রাসবিহারী বসুর জীবনকথা ও রচনা সংগ্রহ' প্রভৃতি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের ওপর বিভিন্ন ভাষায় বই বা আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। বাজারে এই সব বইয়ের কাটতি কিরকম? প্রশ্নের উত্তরে আশাবাদের কথা জানালেন দে'জ-এর ভাবী কর্ণধার অপু দে। এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমাদের এই বিষয়ের ওপর নিজেদেরই বেশ কিছু বই আছে। কমলিনী প্রকাশন নামে আমাদের শাখা একটা সিরিজ বার করছে এই বিষয়ের ওপর। এর নাম 'বিপ্লবীদের ডায়েরি'। প্রতিটায় থাকছে ৫-৬টি লেখা। এখনও পর্যন্ত সিরিজের তিনটে বই বার হয়েছে। আরও তিনটে বার করার কথা। নবীন প্রজন্মের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ আছে বলেই আমার ধারণা।" এতটা আশার কথা শোনাতে পারলেন না আর এক নামী প্রকাশক 'দীপ প্রকাশন'-এর শংকর মন্ডল। তিনি বলেন, "সব রকম বই পড়ার লোকই কমে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবের বই আলাদা করে কে পড়বেন?"

এত বই প্রকাশিত হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে সরকারের যে রকম উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। এই অভিযোগ চন্দননগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক শুভেন্দু মজুমদারের। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, এক প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামে তৈরি হয়েছে গবেষণাসংস্থা। সেখানে ওই প্রধানমন্ত্রী কখন, কোথায় গিয়েছেন, স্থানীয় নানা দৈনিকে কী খবর বা সম্পাদকীয় প্রকাশ হয়েছে তাঁকে নিয়ে, তার বিশদ সঙ্কলন হচ্ছে। অথচ, স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন পর্যায়ে, কোন বিপ্লবী, কতদিনের জন্য অন্তরীণ ছিলেন, তার সরকারি সমীক্ষা হয়নি। 'যুগান্তর' গোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে এই সমীক্ষা করিয়েছিল। সেটা ১৯০৮ থেকে ১৯২১ সময়কালের। এর পরের পর্যায়ের প্রামান্য সমীক্ষা করে একটা সংকলন প্রকাশ করা যায় না?

ম্যাঙ্গালুরুতে স্কুলবাসের উপর ভেঙে পড়ল বিরাট বড় গাছ, অক্ষত ১৭ জন পড়ুয়া

ম্যাঙ্গালুরু, ১৪ আগস্ট (হি.স.): একেই বলে রাখে হরি মারে কে! কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে স্কুলের বাসের উপর ভেঙে পড়ল বিরাট বড় একটি গাছঊ ওই স্কুলবাসটিতে সেই সময় ১৭ জন স্কুল পড়ুয়া ছিলঊ গাছ ভেঙে পড়ায় স্কুলবাসটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, স্কুলপড়ুয়ারা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় তড়িঘড়ি বাসের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় পড়ুয়াদেরঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে ম্যাঙ্গালুরুর নানথুর এলাকার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটি স্কুলবাসঊ সেই সময় বাসের ভিতরে ছিল ১৭ জন পড়ুয়াঊ বৃষ্টির মধ্যেই আচমকা বিরাট বড় একটি গাছ ভেঙে পড়ে স্কুলবাসের উপরঊ এই ঘটনায় বাসটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, স্কুলপড়ুয়ারা প্রত্যেকেই অক্ষত রয়েছেঊ এই ঘটনার জেরে এদিন সকালে বেশ কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে

জরুরী পরিষেবা

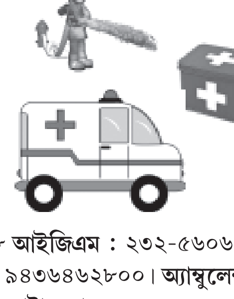

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কন্যাশ্রী স্কলারশিপের মাধ্যমে মেয়েরা এখন সাবলম্বী, ক্ষমতায়ন হয়েছে ৬০ লক্ষাধিক মেয়ের : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীঊ মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছেতেই প্রতিবছর ১৪ আগস্ট দিনটি কন্যাশ্রী দিবস হিসেবে পালন করা হয়ঊ দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্তঊ কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েরা এখন সাবলম্বীঊ ক্ষমতায়ন হয়েছে ৬০ লক্ষেরও বেশি মেয়েরঊ কন্যাশ্রী দিবসে এই বার্তাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে দু'টি টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রীঊ প্রথম টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ কন্যাশ্রী দিবস, বাংলার এক গর্বের দিনঊ কন্যাশ্রী প্রকল্পটি চালু হয় ২০১৩ সালে, এরপর জিতে নেয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ফার্স প্রাইজ পুরস্কারঊ মেয়েরা আমাদের রাজ্যের, দেশের এবং সারা বিশ্বের সম্পদঊ'

অপর একটি টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'কন্যাশ্রী স্কলারশিপের মাধ্যমে মেয়েরা স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছেঊ তাঁরা সাবলম্বী নাগরিক তৈরি হচ্ছেঊ ইতিমধ্যে ৭০০০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৬০ লক্ষেরও বেশি মেয়ের ক্ষমতায়ন করেছে এই প্রকল্পঊ' কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষ্যে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়

ভগবানপুরে তৃণমূল কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন

ভগবানপুর, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে তৃণমূল কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন।পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে তৃণমূলের নেতা নান্টু প্রধানকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা রয়েছে এলাকাবাসীদের মনে।

এবারও সেই ভগবানপুরের মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক তৃণমূল কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংস ভাবে খুন করেছে অভিযোগ একদল দুষ্কৃতী। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ বাগ (৩০)। তাঁর বাড়ি ভগবানপুর থানার মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমকবাড় গ্রামে। এলাকাবাসীরা বলেন মঙ্গলবার সন্ধ্যে নাগাদ ছেলেটি তার বাবার সঙ্গে এক আত্মীয়ার বাড়িতে যাচ্ছিল। পথে শিউলিপুর বাজারের কাছে কয়েক দুষ্কৃতী মুখে কালো কাপড় বেঁধে তাঁকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে যায়।

এরপর স্থানীয় একটি পরিত্যক্ত ভাটায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে দুষ্কৃতীরা। বিশ্বজিতের বাবা অসহায় ভাবে ছুটে ভগবানপুর থানায় গিয়ে সাহায্য চান। খবর পেয়ে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বিশ্বজিৎকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ভগবানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান।স্থানীয় তৃণমূল নেতা মদন মোহন পাত্রের দাবী, ছেলেটি তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিল। তাঁকে ষড়যন্ত্র করেই বিজেপি খুন করেছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা দেবব্রত কর জানান, বিশ্বজিৎ কোনও দলের কর্মী ছিল না। সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। শাসক দল অযথা রাজনৈতিক রং লাগাচ্ছে।

এগরার এসডিপিও আখতার আলি খান জানান, মৃতের পরিবারের তরফ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই ভিত্তিতে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স) : আজ ১৪ আগস্ট, বিখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের ৯৬ তম জন্মবার্ষিকী। বুধবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে এই শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৮ সালে ২৩ আগস্ট, ৯৫ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে তাঁর।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সাহসী সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী কুলদীপ নায়ারকে জন্মদিবসে প্রণাম। তাঁর সাহসী এবং নির্ভীক লেখনী আজকের দিনে সাংবাদিক ও মিডিয়ার মালিকদের কাছে উদাহরণ হওয়া উচিৎ।' ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মেয়াদে জরুরী অবস্থার বিরূদ্ধে লেখার জন্য ইন্দিরা গান্ধী সরকার তাঁকে কারান্তরীণ করেছিলেন।

কুলদীপ নায়ার শুধুমাত্র সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর লেখা ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ৮০টি পত্র-পত্রিকায় ১৪টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি যুক্তরাজ্যে ভারতের হাইকমিশনার-এর দায়িত্ব পালন করেন।

চলছে সাফাই অভিযান

আটের পাতার পর

কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বহু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। বৃহস্পতিবার ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর পাথারকান্দির প্রায় প্রতিটি প্রান্তে বুধবার থেকে উচ্ছ্বলতার সৃষ্টি হয়েছে। গত দুদিন ধরে রাস্তাঘাট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা জঞ্জালের স্তূপ সাফাই অভিযানের পাশাপাশি স্থানে স্থানে চলছে স্বচ্ছতা বিষয়ক দেওয়াল লিখনের কাজ। এছাড়া চলছে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিও।

এবারের স্বাধীনতা দিবস নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান দুই থানার ওসি পাথারকান্দির সীমান্ত বরা এবং বাজারিছড়ার বিএন মালসেম থিক।

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও

আটের পাতার পর

শোভনদের যোগদান উপলক্ষেই তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

কিন্তু হঠাৎ করেই আজ মঙ্গলবার মেয়র-মন্ত্রীত্বর পর বিধানসভার ফিশারিজ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে ফ্যাক্স করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন তিনি। গত বছর নভেম্বর মাসে মেয়র ও মন্ত্রী পদ ছাড়ার পর শোভন চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভার মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বলেন স্পিকার। সৌজন্য বিনিময় করে শোভন চট্টোপাধ্যায় কথা দেন পরবর্তী বৈঠক থেকে বিধানসভায় আসবেন তিনি। এরপরই আচমকা ইস্তফাপত্র পাঠান শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাহলে কি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যেই এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতার কানন? রাজনৈতিকমহলে জোর জল্পনা।

ও বিজিবি

পাচের পাতার পর

কঠোর নজরদারি চলছে সীমান্ত এলাকায়ঊ নজরদারি চলছে জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ও বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে। কোচবিহার লাগোয়া চ্যাংরাবান্ধা, উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল ও যশোরের বেনাপোল, ঘোজাডাঙ্গা-সাতখীরা, মালদার মহদীপুরেও বিশেষ সতর্কতা।

খুরানিয়া জানান, ১৫ আগস্টে বর্ডারে তাঁরা স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির, ক্রীড়া বিষয়ক নানান ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্থানীয় মানুষদের নিয়ে।

চক্র ইমোজি

তিনের পাতার পর

পতাকার পাশাপাশি অশোক চক্রের ইমোজি এল ঊ ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালায়ালম, তেলেগু, পাঞ্জাবি, মারাঠি, গুডরাটি, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার ইউজাররা এই ইমোজি ব্যবহার করতে পারবেন। ীস্বাধীনতাদিবস- হ্যাশট্যাগ লিখে অশোক চক্র ইমোজি ব্যবহার করা যাবে।

আশাবাদই বদলে দেয় জীবন, সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অলকানন্দা

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : তুমি যদি কারও কালো দিক তুলে ধরো, অন্ধকারেই সে ডুবে যাবে। আর যদি বলতে থাকো, তুমি আমাদেরই অঙ্গ, আশাবাদকে আঁ কড়ে সে টিঁকে থাকবে সমাজে। এ ভাবেই পরিবর্তন এনেছি কারাবন্দিদের জীবনে। বুধবার কেন্দ্রীয় ডাকমন্ত্রকের সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করতে এসে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে এই মন্তব্য করেন 'জেল জননী' অলকানন্দা রায়।

গোটা দেশের প্রায় ৪০০ ডাককর্মী অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতায়। চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। সঙ্গীতের হিন্দুস্থানী ও কর্নাটকী স্টাইল, ছোট ও একাঙ্ক নাটক, বিভিন্ন ধরণের নৃত্য এ সবের ওপর হবে বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা। ধ্রুপদী, লঘু ও লোকগীতি সঙ্গীতের তিন বিভাগ থাকছে প্রতিযোগিতায়। ভারতনাট্যম, কত্থক, মনিপুরী, ওড়িশি, কুচিপুরি, কথাকলি, মোহিনীআট্টম প্রতিযোগিতায় থাকবে এই সব নাচও। উৎকর্ষের সন্ধানে থাকবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিচারকমন্ডলী। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ডাকপর্ষদের সদস্য তথা প্রাক্তন চিফ পোষ্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি- বেঙ্গল সার্কল) অরুন্ধতী ঘোষ অনুষ্ঠানে বলেন, "মনুমেন্টের পাদদেশে বা ইতিহাসের বইয়ের পাতায় আবদ্ধ থাকার বিষয় নয় সংস্কৃতি। ছেলেবেলা থেকে শুরু হয় এর অনুশীলন। ক্রমে চায়ের আসর বা কফিহাউসের আড্ডায় ছড়িয়ে পড়ে তার অনুরণন। অলোকানন্দা রায়ের মত অনেক গুনী শিল্পীর শহর কলকাতা। এখানে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে জেনে ভাল লাগছে। গত বছর বরোদায় এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিল কলকাতা। দেখা যাক, এবার কারা জেতে।

ডাক ডিরেক্টর মীরা হান্ডা বলেন, গোটা দেশে ডাককর্মী প্রায় পাঁচ লক্ষ। প্রতিয়শ বছর আমরা তাঁদের এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিই। কলকাতা সংস্কৃতির পীঠস্থান। যুক্তিসঙ্গতভাবে আগের ৩৩টি প্রতিযোগিতার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উদ্যোক্তা শহরের শিরোপা পেয়েছে এই শহর। সিপিএমজি- বেঙ্গল সার্কল গৌতম ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে বলেন, দস্যু রত্নাকর যদি বাল্মিকী হতে পারেন, বন্দিরাও অনুকূল পরিবেশ এবং অনুপ্রেরণা পেলে সুস্থ জীবন কাটাতে পারেন। এ ব্যাপারে আমাদেরও একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। এদিন এ বিষয়ে একটি বিশেষ ডাকটিকিট মঞ্চে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় অলকানন্দা রায়ের ওপর একটি 'মাই স্ট্যাম্প'। কারাবন্দিদের সন্তানদের নিয়ে এ দিন একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন অলকানন্দা রায়। প্রায় এক যুগ আগে তিনি কীভাবে বন্দিদের মনোভাব বদলাতে 'কালচারাল থেরাপি'-র প্রয়োগ করেন, শোনান তার নির্যাস।

বীরবরণ : স্বাধীনতা দিবসে বীরচক্র পাচ্ছেন অভিনন্দন বর্তমান, যুদ্ধ সেবা পদক পাচ্ছেন এম আগরওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): মিগ থেকে সুখোই সমস্ত বিমান ওড়ানোতেই দক্ষ ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানঊ ভারতীয় বায়ুসেনার এই অফিসারই বন্দি হয়েছিলেন পাকিস্তানের হাতেঊ দীর্ঘ ৫৮ ঘন্টা উতণ্ঠার পর ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন অভিনন্দন বর্তমানঊ পাকিস্তানের একটি বিমানকে (এফ-১৬) গুলি করে নামায় ভারতের মিগ-২১ (বাইসন)ঊ পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানকে গানডাউন করার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান যুদ্ধবিমানের চালক অভিনন্দন বর্তমানঊ স্বাধীনতা দিবসে বীরচক্র সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানঊ যুদ্ধকালীন সময়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে পাওয়া এটি দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মানঊ

বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ারস্ট্রাইকের পর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিমান সংঘাতের সময় বিশেষ অবদানের জন্য যুদ্ধ সেবা পদকে ভূষিত হচ্ছেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার মিন্টি আগরওয়ালঊ এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ অভিযানের জন্য কীর্তি চক্র (মরণোত্তর) সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন ভারতীয় বায়ুসেনার (১ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস) স্যাপার প্রকাশ যাদবঊ স্বাধীনতা দিবসের দিন সৌর্য্য চক্র সম্মানে ভূষিত হবেন আটজন সেনা জওয়ান (পাঁচজন মরণোত্তর)

মারুতি ও পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত ১,আহত ৮

বাঁকুড়া, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : মারুতি ও পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক প্রাথমিক শিক্ষক। গুরুতর জখম হলেন মারুতি ভ্যানের চালক সহ মোট ৮ জন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাদের শারীরিক অবনতি হওয়ার কারণে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মারুতি ভ্যানটি যাত্রীদের নিয়ে ওন্দা থেকে বিষ্ণুপুর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে মুখোমুখি ধাক্কা মারে মারুতিটিকে। দুটি গাড়ির ধাক্কার জোরালো শব্দ শুনে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসার রোগীর আত্মীয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের প্রত্যেকের আঘাতই গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আহতদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এ নিয়ে আসার পরে একজনের মৃত্যু হয়।মৃত ব্যক্তির নাম সুমন মল্লিক বাড়ি বাঁকুড়া কোতুলপুর এ।পেশায় তিনি প্রাইমারি শিক্ষকবলে জানা গেছে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসেন এবং আহতদের খোঁজখবর নেন।তিনি বলেন আহতদের আঘাত গুরুতর। তাদের চিকিৎসা চলছে।

ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকা অফিসে দুস্কৃতিদের হামলা, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকা অফিসে হামলা হুজ্জতি চালাল ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরখাস্ত হওয়া অধ্যাপক মতি কাপুর ও তার সাকরেদরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত আনুমানিক সাতটা নাগাদ। তাতে পত্রিকা অফিসের মেনেজার সৌমেন ভট্টাচার্য্য এবং সাংবাদিক জয়দীপ চক্রবর্তী আহত হয়েছেন। এই ব্যাপারে পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জানা গিয়েছে অধ্যাপক মতি কাপুরের বিরুদ্ধে একটি সংবাদ ওই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার জেরেই বুধবার এই হামলা হুজ্জুত চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আক্রান্ত সাংবাদিক জয়দীপ চক্রবর্তী।

জেল হেপাজতে অনুপম পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক বুধবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে অনুপম পাল। শ্রীপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। জমিনের আবেদন খারিজ করা হয় এমন তাকে আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক অনুপম পাল আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং তাকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অনুপম পালকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

লাগল? এর উত্তরে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ভাইয়ের মতো। রাজ্যে আগেও অনেক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু কেউ এমনভাবে সাধারণ মানুষের হাত থেকে রাখি পরেননি। তাই তাঁর মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি এ-কথা জানাতে ভুলেননি, এই দলেরই এক নেতা তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাজার হাজার মহিলার দুঃখের কথা চিন্তা করে তিন তালাকের মতো বিষয় আইন করে তুলে দিয়েছেন। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা বনমালিপুর থেকে এসেছেন চামেলী সাহা। তিনি রাখি পরিয়ে দেওয়ার পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের দাদার মতো। তিনি নিজের বিধানসভা এলাকা-সহ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করার পাশাপাশি প্রতিটি মুহূর্ত যেন ভালোভাবে কাটে এই পর্থনা করেন। এদিন জাতি, জনজাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে রাখি পরিয়ে দেন এবং নিজ নিজ সাধ্যমতো সামগ্রী ছাড়াও হাতে তৈরি উপহার তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এদিন দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর একটি ছবি এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। কয়েকশো মহিলা আজ রাখি পরিয়েছেন তাঁদের হাতে।

রাখি বন্ধন সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এই রাখির মধ্যে বিশেষ মানসিক শক্তি আছে। প্রাচীন ভারতে রাখির পরম্পরা ছিল। দুই রাজার মধ্যে যখন অবিরত যুদ্ধ চলত, কোনও ভাবেই যুদ্ধ বন্ধ করা যেত না, তখন এই রাখিই যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে পারত। যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের রাজাকে অন্যপক্ষের রানি রাখি পাঠালে বিবদমান রাজাকে ভগ্নিপতি হিসেবে মেনে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যেত। রাজ্যের মহিলারা রাখি পরিয়ে দিচ্ছেন। তাই ভাই হিসেবে তাদের-সহ সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে রক্ষা করা এবং তাঁদের কল্যাণে কাজ করা তাঁর দায়ত্ব বলেও মত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

স্বাক্ষর

● প্রথম পাতার পর

লোকের দক্ষতা বিকাশের সংকল্প একটি বড় পদক্ষেপ এবং এটি অর্জনের জন্য অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। মন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে তিনি বিভিন্ন রাজ্যে প্রশিক্ষণ সুবিধা দেখতে যাবেন।

স্মৃতিজুবিন ইরানি আরও বলেন, বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত ৫ শতাংশ শ্রমিক এবং মুদ্রা ঋণের ১০ শতাংশ সুবিধাভোগীই হচ্ছেন মহিলা। সাথে তিনি যোগ করেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অবশ্যই রেশম ও পাট খাতে মনোনিবেশ করতে হবে এবং সামর্থ প্রকল্পের অধীনে দক্ষতার লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করতে হবে।

এদিন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের সচিব রবি কাপুর বলেন, বিশ্বব্যাপী বাজারে ভারত খুব ছোট খেলোয়াড় এবং বস্ত্র ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, বস্ত্র শিল্পে প্রশিক্ষিত দক্ষ শ্রমিকের ১ লক্ষ ব্যবধান রয়েছে। তাঁর কথায়, শ্রমিকদের দক্ষতা বিকাশে দক্ষতা স্কিমের উচ্চমান নির্ধারণ করা হয়েছে। তাতে, তাঁরা ওই শিল্পের দ্বারা সহজেই চাকরি পেতে পারেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের স্তরটি খুব ভাল হতে হবে, যাতে দক্ষ শ্রমিকদের অর্থবহ কর্মসংস্থান দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হয়।

সামর্থ প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তাটি আজ অনুষ্ঠানের সময় পাঠ করা ছাড়াও এ উপলক্ষে স্কিমের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রদর্শিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

করে। প্রবীন দাশের বাড়িতেও সাদেক নিজেকে রিঙ্কু দাশ পরিচয় দিয়ে থাকতে শুরু করে। এবং আসামের শিলচরের সোনাই রোডে ওর বাড়ি বলেছিল অপু দাস এবং প্রবীন দাসের কাছে। প্রবীন দাশের বাড়িতে ছয়দিন থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ওসি দেবাশীষ সাহার নেতৃত্বে পুলিশ বিরাট সাফল্য পেল। পুলিশ সূত্রে আরোও জানা যায় যে, সাদিক বাংলাদেশের সিলেট জেলার এম.সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। সাদিক প্রথমে পুলিশের কাছেও নিজেকে রিঙ্কু দাশ পরিচয় দিলেও পুলেশের প্রাথমিক জেরায় ভেঙে পড়ে সাদিক নিজের আসল পরিচয় দেয়। সাদিক ভারতে এসে উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ কলকাতার যত রেড লাইন এরিয়া রয়েছে সেইসব এরিয়াতে প্রায়ই যেত। পুলিশ তথা ওসি দেবাশীষ সাহা জানিয়েছেন সাদিক মোঃ জাভেদকে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সাদিক আসলেও এত ঘন ঘন কেন ভারতে আসত এবং কি কাজ করত ভারতে এসে এসব বিষয়ে এখনও অন্ধকারে রয়েছে পুলিশ। সাদিককে বুধবার দুপুরে কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করে পুলিশ। সাদিক রহস্যে কৈলাসহর জনমানসে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরী হয়েছে। ইতিমধ্যে হিন্দু জাগরন মঞ্চের কৈলাসহর শাখা ওসি দেবাশীষ সাহার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে ধৃত সাদিকের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি করেছে এবং প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের দাবী করেন।

রাজপথে

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্যকে ডাই-ইন-হারনেসে চাকরি এবং অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীদের মতো ছুটির সুবিধা প্রদান করার দাবিতেই আজ গণ-ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, আগাম অনুমতি না নেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ তাঁরা পাননি। ফলে, মিছিল করে সার্কিট হাউস এলাকায় তাঁদের পুলিশ বাধা দেয়। তাতে তাঁরা সেখানেই ধরনায় বসে পড়েন। বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত তাঁরা সেখানে ধরনা প্রদর্শন করেন। প্রশাসনের তরফে শিক্ষামন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীর সাথে দেখা করার অনুরোধও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে সদর মহকুমাশাসকের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের ধরনার ফলে ওই রাস্তায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে, সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন।

অক্সিজেনের

● প্রথম পাতার পর

ময়না তদন্ত করার পর অস্মিতার দেহ নিয়ে বুধবার বিকাল পাঁচটা কুঁড়ি মিনিটে গোমতি জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি টেবিলে নিয়ে হাজির। এবং অভিযোগ করে চিকিৎসকের গাফিলতির কারনে অস্মিতা মৃত্যু।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ নিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশ কে নিয়ন্ত্রন করে। ঐ দিকে মৌখিক অভিযোগ পেয়ে হাসপাতাল সুপার জানায় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত হবে।

জেইই

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। একই ভাবে ২০১৮ সালে ১১২ জনের মধ্যে ১০৮ জন এবং ২০১৯ সালে ১৮০ জনের মধ্যে সকলে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সাফল্যের এই ধারার নিট পরীক্ষাতেও ধরে রাখতে পেড়েছে দক্ষনার এনজিও থেকে কোচিং প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৭ সালে নিট পরীক্ষায় ওই এনজিওর ৬৯ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে সকলে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তেমনি ২০১৮ সালে ১২৫ জনের মধ্যে ১২৪ জন এবং ২০১৯ সালে ১৭৬ জনের মধ্যে সকলেই নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই কোচিং এর জন্য ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের পূণেতে কোচিং দেবে দক্ষনা। তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও করবে তারা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওই কোচিং এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত খরচ সরকার বহন করবে।

দামছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

তবে তাঁরা এ ব্যাপারে খোঁজ নেবেন বলে জানান পুলিশ অফিসার ডার্লং।

দ্বীপরাষ্ট্রের ঘূর্ণিঝড়ে কিউয়ি তরি’’র কাণ্ডারি টেলর

গল: দেওয়াল লিখনটা আগে থেকেই পড়তে পেরেছিল নিউজিল্যান্ড দল। তাই আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল কিউয়িরা। শুধু মানসিকভাবেই নয়, সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যথপোযুক্ত স্কোয়াড নির্বাচন করে তবেই শ্রীলঙ্কা সফরে উড়ে যায় কিউয়িরা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত প্রথম টেস্টে প্রত্যাশামতোই ঘূর্ণি পিচের চ্যালেঞ্জ সামলাতে হল নিউজিল্যান্ডকে। সিংহলি স্পিনারদের অত্যাচার সহ্য করে বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে আপাতত চোয়ালচাপা লড়াইয়ের লক্ষণ দেখাল কিউয়িরা।গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পিন আক্রমণে ভর করে সিরিজ জয়ের পরিকল্পনা করেছিল শ্রীলঙ্কা। তবে শেষমেশ তাদের সেই পরিকল্পনা বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। ইংল্যান্ড তিন স্পিনারে দল সাজিয়ে শেষমেশ বাজি মাত করে যায়। ইংল্যান্ডের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা সফরে যায় চার জন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে। গলে প্রথম টেস্টের পিচ দেখে কিউয়িরা তিন জন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নেয়।কিউয়িদের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা বোঝা যায় প্রথম দিনেই। সিংহলি স্পিনাররা, বিশেষ করে অকিলা ধনঞ্জয়া যেভাবে প্রথম দিনেই কিউয়ি ব্যাটসম্যানদের বিব্রত করেন, তাতে ম্যাচ যত গড়াবে ব্যাটসম্যানদের পক্ষে ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকা যে দূর্বিসহ হয়ে উঠবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।গলের এমন ঘূর্ণি পিচে শেষ ইনিংসে ব্যাট করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে নিশ্চিত। তবে নিউজিল্যান্ডকে স্বস্তি দেয় টস ভাগ্য। মূল্যবান টস জিতে কউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন।দুই কিউয়ি ওপেনার জিত রাভাল ও টম লাথাম শুরুটা মন্দ করেননি। তবে বড় রানের ইঙ্গিত দিয়ে দুই ওপেনারই আউট হয়ে বসেন। জিত রাভাল ৩৩ এবং লাথাম ৩০ রান করে সাজঘরে ফেরেন।শ্রীলঙ্কা সফরের শুরুটা ভালো হয়নি নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের। প্রথম ইনিংসে খাতা খুলতে পারেননি কিউয়ি দলনায়ক। ৭১ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর নিউজিল্যান্ড ইনিংসের হাল ধরেন রস টেলর ও হেনরি নিকোলস জুটি।দু’’জনে মিলে ১০৮ রান যোগ করে প্রাথমিক বিপর্যয় রোধ করেন। শেষে নিকোলস ব্যক্তিগত ৪২ রান করে ক্রিজ ছাড়েন।ক্রিজে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি উইকেটকিপার বিজে ওয়াটলিং। মাত্র ১ রান করে তিনি উইকেট দিয়ে আসেন। স্যান্টনারকে সঙ্গে নিয়ে টেলর নিউজিল্যান্ডকে দু’’শো রানের গণ্ডি পার করান। ৬৮ ওভারে নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২০৩ রান তোলার পর প্রবল বৃষ্টি নামে এবং প্রথম দিনের মতো খেলা বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ডের পাঁচটি উইকেটই নিয়েছেন অফ-স্পিনার অকিলা ধনঞ্জয়া। আপাতত রস টেলর ৮৬ ও স্যান্টনার ৮ রান করে অপরাজিত রয়েছেন।

ফিরে দেখা: স্বাধীনতা দিবসের আগের দিনেই প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন শচীন, স্মরণে ক্রিকেট বিশ্ব

ঠিক স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন। ১৪ই অগাস্ট বিশ্বক্রিকেটে কতটা তাতপর্যপূর্ণ। অন্য কোনও দেশের ক্রিকেট সমর্থকরা মনে রাখুক কিংবা ভুলে যান, তবে ভারতীয়দের হৃদয়ের কাছাকাছিই থাকবে এই বিশেষ দিন। আসলে এই দিনেই শচীন রমেশ তেন্ডুলকর নামের এক টিনএজার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিশ্ব ক্রিকেটে। জানান দিয়েছিলেন তাঁর আগমণের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছিল। তবে লিটল তেন্ডলার ব্যাটে প্রথম শতরান ঠিক ১৪ই অগাস্ট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে ১৯৯০ সালে ঠিক এই দিনেই শতরান করেছিলেন তিনি। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড দেখেছিল নতুন তারার জন্ম।তাই ঠিক এই দিনেই শচীনের প্রথম আন্তর্জাতিক শতরানকে সম্মান জানাতে আইসিসি ও বিসিসিআই-এর তরফে টুইট করা হল। চলতি বছরের শুরুর দিকেই আইসিসি-র হল অফ ফেম-এ শচীনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। বিশ্বক্রিকেটের ঈশ্বর বলা হয় তাঁকে। প্রায় আড়াই দশকের ক্রিকেট কেরিয়ারে নিজেকে এমন অবিশ্বাস্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন যে বাকিদের সামনে সাক্ষাতকার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে।মাত্র ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাতেখড়ি। তারপর থেকেই দেশের ক্রিকেটের হৃতস্পন্দন হয়ে উঠেছেন। সমস্ত ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে ৩৪,৩৫৭ রান করেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কুমার সাঙ্গাকারার থেকে আরও ৬ হাজারেরও বেশি রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ১৯৮৮-৮৯ মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে গুজরাটের বিপক্ষে অভিষেক ঘটে তাঁর। সেই ম্যাচেই মুম্বইয়ের জার্সিতে সেঞ্চুরি হাকিয়েছিলেন। সেই মরশুমে দুর্ধর্ষ পারফর্ম করে টুর্নামেন্টে মুম্বইয়ের টপ স্কোরার হন তিনি। সেই সুবাদেই পাকিস্তান সফরে প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পান। বাকিটা ইতিহাস।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম সফরেই শতরান না পেলেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন লম্বা রেসের ঘোড়া। প্রথম শতরানের জন্য অবশ্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই শতরান করেন তিনি ১৪ই অগাস্ট। তারপর গড়িয়ে গিয়েছে অনেক সময়। নিজেকে হিমালয় সদৃশ স্থানে নিয়ে গিয়েছেন। গড়েছেন একের পর এক কীর্তি। সেঞ্চুরির সেঞ্চুরির বিরল কীর্তিও তাঁর দখলে।২০১২ সালে বিশ্বকাপ জেতার পরে সীমিতওভারের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। ২০১৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দেশের মাঠে সিরিজ খেলে টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ান।

ফের ব্যর্থ মোহনবাগান, হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়লেন বাগান ফুটবলাররা

মোহনবাগানঃ ১ কাস্টমসঃ ১(মুনোজ গঞ্জালেজ) (স্ট্যানলি)ফের কলকাতা লিগে পা হড়কাল মোহনবাগান। পিয়ারলেসের পরে এবার ঘাতক দলের নাম কাস্টমস। কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচেই পিয়ারলেসের কাছে হারতে হয়েছিল বাগানকে। ক্রোমার দাপটের কাছে মাথা নিচু করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ভিকুনা ব্রিগেডকে। এই ম্যাচেও সেই চিত্র। ১-১ গোলে কাস্টমসের বিপক্ষে কোনওরকমে ড্র করল মোহনবাগান।

প্রথমার্ধে ফ্রান গঞ্জালেজের করা গোল দ্বিতীয়ার্ধের একদম শেষ লগ্নে শোধ করে দেন কাস্টমসের স্ট্যানলি।কুঁচকিতে চোটের জন্য এদিন ফ্রান মোরান্তেকে বাইরে রেখেছিলেন কোচ ভিকুনা। বদলে তিন বিদেশিকে নিয়েই প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন তিনি। শুরু থেকেই দাপট দেখালেও দিনের শেষে মোহনবাগানের নামের সঙ্গে হতাশা। কারণ, স্ট্রাইকিং ফোর্সে ভেদ্যতার অভাব। দুই মাঝমাঠের ছন্নছাড়া ফুটবল। সৃষ্টিশীল ফুটবলারের অভাবেই একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করে গোল করতে পারল না মোহনবাগান।ম্যাচের ২১ মিনিটে বক্সের মধ্যে জোরালো শটে প্রতিপক্ষ গোলকিপারকে পরাস্ত করেন ফ্রান গঞ্জালেজ। সেই এগিয়ে যাওয়া। তারপরে একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেও কাজে লাগাতে পারেননি মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে কিমকিমা লাল কার্ড দেখে দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আরও বিপাকে পড়ে যায় বাগান ফুটবলাররা। অন্যদিকে কাস্টমসের স্ট্যানলি, অমিতরাও গোলের সুযোগ পেয়েছিল একাধিকবার। কাজে লাগাতে পারেনি দু-দলই।৮২ মিনিটে জোড়া হলুদ কার্ড দেখে কাস্টমসের দেবায়ন মার্চিং অর্ডার পায়।

তবে তাতে সুবিধা করতে পারেনি কিবু ব্রিগেড। বরং অমিতের কর্ণার কিক থেকে সমতাসূচক গোল করে যান স্ট্যানলি।পরপর দুই বছর কাস্টমসকে মোহনবাগান ২-০ গোলে বধ করেছিল। এক মরশুম আগে কামো বায়ি এবং ক্রোমার গোলে জয়। তারপর গত মরশুমেই হেনরি কিসেক্কার জোড়া গোলে কাস্টমসকে হারতে হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, দল বদলেছে। এবার দলে স্প্যানিশ ফুটবলারের আধিক্য।

তা সত্ত্বেও, হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল মোহনবাগানকে।মোহনবাগানঃ শঙ্কর রায়, আশুতোষ মেহতা, মুনোজ, কিমকিমা, গুরজিন্দর, রোমারিও, শিল্টন ডি সিলভা (ইমরান খান), জোসেবা বেইতা (ফ্রান্সিস), নওরেম, সুহের (সুরাবুদ্দিন), সালভা চামারোকাস্টমসঃ শুভম, অমিত, সৌরভ, এমানুয়েল, স্নেহাশিস, রাম মালিক, জন অমপং (আদজা), দেবায়ন, রাকেশ ধারা, সুমিত, স্ট্যানলি

ঋষভ পন্থ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের হার নিয়ে ভাঙলেন নিরবতা

বুধবার ১০ জুলাই সেই দিন ছিল যা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কোনো ক্রীড়াপ্রেমীই মনে রাখতে চাইবেন না। এই দিন বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ভারতকে না শুধু হারিয়েছিল বরং দেশের তৃতীয়বারের বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বৃষ্টির কারণে দুদিন পর্যন্ত খেলা বিশ্বকাপ ২০১৯ এর এই প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ কিউয়ি দল ১৮ রানে জিতেছিল আর পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত প্রদর্শন করা ভারতীয় দলের সফর এই প্রতিযোগীতায় এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।এক মাস পর পন্থ জানালেন হারের কারণবিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পাওয়া হার সমস্ত দেশবাসীর পাশাপাশি ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের জন্যও কোনো দুঃস্বপ্নের চেয়ে কম ছিল না। ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলা হতে চলা শেষ একদিনের ম্যাচের আগে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ সংবাদমাধ্যমকে এই হারের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন,’বাস্তবে এটা আমাদের সকলের জন্য একটা খারাপ সময় ছিল, কিন্তু প্রফেশনাল খেলোয়াড় হওয়ার কারণে আমরা জানতাম যে সেমিফাইনালের প্রথম ৪৫ মিনিট আমাদের সবচেয়ে ভারি পড়েছে। আমরা এটাও জানতাম যে আমরা শক্তভাবে ফিরে আসতে সফল হব। আমরা নিজেদের ভিল থেকে শুখি আর আলাগাতার নিজেকে উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে’।এমন ছিল শুরুর ৪৫ মিনিটের পরিস্থিতিএ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়াকে প্রথম ৪৫ মিনিট সবচেয়ে বেশি মুশকিলে ফেলেছিল। মাত্র ১৯ বলের ভেতর নিউজিল্যান্ড ভারতীয় দলের টপ অর্ডারকে ছন্নছাড়া করে দিয়েছিল। সহঅধিনায়ক রোহিত শর্মা, অধিনায়ক বিরাট কোহলি আর লোকেশ রাহুল মাত্র এক এক রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। ঋষভ পন্থ চার নম্বরে ব্যাট করে ৩২ রান করেছিলেন অন্যদিকে রবীন্দ্র জাদেজা ৭৭ আর মহেন্দ্র সিং ধোনি ৫০ রানের ইনিংস খেলতে সফল হয়েছিলেন। ৪৮.৩ ওভারে এমএস ধোনির আউট হওয়ার সঙ্গেই টিম ইন্ডিয়ার ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার শেষ আশাও ভেঙে গিয়েছিল।

যুবিকে টপকে এলিট ক্লাবে আসার হাতছানি রোহিতের

: বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জিতলেই ভারতের দখলে চলে আসবে সিরিজ। এদিন চলতি তিন মাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ও তৃতীয় মাচ। পোর্ট অফ স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে এক অনন রেকর্ডের হাতছানি রোহিত শর্মার সামনে। আর ২৬ রান করলেই হিটমান টপকে যাবেন যুবরাজ সিংকে। দেশের জার্সিতে ওয়ানডে ফর্মাটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহককারীদের তালিকায় যুবির ওপরে চলে আসবেন রোহিত।২১৭টি ওয়ানডে মাচে রোহিতের রানসংখা ৮৬৭৬। সদই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো যুবি ৩০৪টি ওয়ানডে খেলেছেন। করেছেন ৮৭০১ রান করেছেন। রোহিত যদি যুবিকে ছাপিয়ে যান এদিন, তাহলে দেশের জার্সিতে পঞ্চাশ ওভারের ফর্মাটে সর্বকালের সেরা রানসংগ্রাহকদের তালিকায় সাতে আসবেন তিনি। এক থেকে ছয়ের মধে আছেন শচীন তেন্ডুলকর (১৮৪২৬), বিরাট কোহলি (১১৪০৬), সৌরভ গঙ্গোপাধায় (১১৩৬৩), রাহুল দ্রাবিড় (১০৮৮৯), এমএস ধোনি (১০৭৭৩), মহম্মদ আজাহারউদ্দিন (৯৩৭৮)।যুবরাজ তাঁর কেরিয়ারে এশিয়া একাদশের হয়ে তিনটি ওয়ানডে আন্তর্জাতিক মাচে ৯২ রান করেছেন। দেখতে গেলে ভারতের হয়ে তাঁর রান সংখা ৮৬০৯। সেক্ষেত্রে রোহিত তাঁকে টপকে গিয়েছেন আগেই। রোহিত দেশের জার্সি ছাড়া কখনও আন্তর্জাতিক মাচে খেলেননি।টিম ইন্ডিয়ার ভাইস কাপ্টেন বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ স্কোরার হয়েছিলেন। চলতি কারিবিয়ান সফরে যদিও সেই আগুনে ফর্মে নেই রোহিত। কিন্তু তাঁর বাট একেবারে নিশ্চুপও নয়। টি-২০ সিরিজে রোহিত প্রথম মাচে ২৪ রান করেন। ভারত চার উইকেটে জেতে। দ্বিতীয় মাচে তাঁর বাট থেকে আসে অর্ধ-শতরান। ৫১ বলে ৬৭ রান করেন তিনি। ভারত ডিএলএস নিয়মে ২২ রানে জেতে। তৃতীয় টি-২০ মাচে রোহিত খেলেননি। প্রথম ওয়ান-ডে মাচ বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়ায় বাট করার সুযোগ পাননি হিটমান। দ্বিতীয় ওয়ান-ডে মাচে রোহিত ১৮ বলে ৩৪ রান করেন।

কোহলির কাছে কেন ক্ষমা চেয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন স্টেইন

কেরিয়ারের শেষভাগে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ফোকাস করতেই, চলতি মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ডেল স্টেইন। এরপরও যদিও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ পেলেন না প্রোটিয়াদের তারকা পেসার। সেই নিয়ে এবার নির্বাচকদের একহাত নিলেন স্টেইন।ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে দেশে ফিরে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। ভারত সফরে এসে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট খেলবে প্রোটিয়ারা। সেই সফরেই টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাননি স্টেইন।এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টেইন লিখেছেন, ’’টেস্ট ক্রিকেট ছাড়লাম তো, সীমিত ওভার খেলার জন্যই!’’পরে অন্য একটি টুইটে প্রোটিয়া পেসার লিখেছেন,’’কোহলির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম!’’ সঙ্গে তিনি জুড়েছেন,’’কোহলি ও ভারতীয় সমর্থকরা হয়ত ভাবছেন, তিনি নিজেকে নির্বাচনের জন্য ফাঁকা রাখেননি!’’প্রসঙ্গত ভারতের মিলিয়ন ডলার ক্রিকেট লিগ আইপিএলে কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরেতে খেলেন স্টেইন। সেই সুবাদেই ভারতে স্টেইনের জনপ্রিয়তা রয়েছে। স্টেইনের বয়স ৩৬, তাই কোহলিদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এলে এটাই হয়ত স্টেইনের শেষ ভারত সফর হতে পারত।

অবশেষে স্বস্তি, স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে ক্লিনচিট পেলেন দ্রাবিড়

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অবশেষে মিলল ক্লিনচিট। স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে জড়িত নন রাহুল দ্রাবিড়। সাফ জানিয়ে দিলেন বিসিসিআইয়ের প্রশাসনিক কমিটির (সিওএ) সদস্য রবি থোড়গে। তিনি বলেন, ’’রাহুল দ্রাবিড় কোনও স্বার্থের সংঘাতে জড়িত নন। ওঁকে একটা নোটিস দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। যদি এবিষয়ে ওম্বুডসম্যান কোনও যুক্তি খাঁড়া করতে পারে, তবে আমরাও জবাব দিতে প্রস্তুত। বুঝিয়ে দেওয়া হবে কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও স্বার্থের সংঘাত নেই।’’ভারতীয় দলের তিন প্রাক্তন তারকা শচীন তেণ্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে আগেই স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠেছিল। এরপর চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের কিংবদন্তি ক্রিকেটার দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলেছিলেন বিসিসিআই এথিকস অফিসার বা ভারতীয় বোর্ডের নীতিশাসক। এই মর্মে তাঁকে একটি নোটিসও পাঠানো হয়েছিল। দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি

একইসঙ্গে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) ডিরেক্টর পদে রয়েছেন। আবার ইন্ডিয়া সিমেন্টস গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও আছেন। উল্লেখ্য, আইপিএলের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) মালিক ইন্ডিয়া সিমেন্টস। যে কোম্পানির সর্বময় কর্তা প্রাক্তন বোর্ড প্রধান এন শ্রীনিবাসন। বোর্ডের কাছে দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ তুলেছিলেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার আজীবন সদস্য সঞ্জীব গুপ্তা। তারপরই নোটিস পাঠানো হয়েছিল রাহুলকে।দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের নোটিস পাঠানোর কথা স্বীকার করে ওম্বুডসম্যান তথা এথিকস অফিসার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি কে জৈন উত্তরের জন্য মিস্টার ডিপেন্ডবলকে দু’’সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন। গোটা ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর এককালের সতীর্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআইয়ের কার্যকলাপ নিয়ে টুইটারে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। তবে দ্য ওয়াল ক্লিনচিট পাওয়ায় স্বস্তিতে তাঁর ভক্তকূল। যদিও এখনও পর্যন্ত এনিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি দ্রাবিড়।

আগাম রাখী সেলিব্রেট করলেন বুমরা, কিন্তু কেন?

আগামিকাল একই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা দিবস ও রাখী পূর্ণিমা। পবিত্র বন্ধনের এই দিনটা দু’’দিন আগেই পালন করলেন ভারতের স্টার পেসার জসপ্রীত বুমরা। বিশেষ মুহূর্তটা ভাগ করে নিলেন তাঁর বোন জুথিকার সঙ্গে।কিন্তু কেন রাখীর দু’’দিন আগেই বুমরা বোনের হাত থেকে রাখী পরলেন? তাঁর কারনটা বুমরাই জানিয়েছেন। টুইটারে বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে বোলার লিখলেন, ’’জাতীয় কর্তবের জন আমি রাখী বন্ধনের দিন এখানে থাকতে পারব না। কিন্তু জুথিকা আমি তোমার সঙ্গে এই সেলিব্রেশনের সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাই না। সবসময় আমার পাশে থাকার জন অনেক ধনবাদ।’’ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে খেলেননি বুমরা। বিশ্বকাপের পরেই বিশ্রামে চলে যান তিনি। ফের একবার জাতীয় কর্তব পালন করবেন বুমরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু’’মাচের টেস্ট সিরিজে দলে রয়েছেন তিনি।আগামী ২২ তারিখ থেকে প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে অ্যান্টিগাতে। প্রথম টেস্টের পরে তিনদিনের বিরতি।

দেশে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দলের ম্যানেজার সুনীল সুভ্রমনিয়মকে

প্রথম বার ভুল করে বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁকে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিল বোর্ড। এবার আর ছাড় পেলেন না ভারতীয় দলের ম্যানেজার সুনীল সুভ্রমনিয়ম।

ক্যারেবিয়ান দীপপুঞ্জে থেকে দেশের ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দলের ম্যানেজারকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতীয় দুতাবাসের অফিসারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন সুনীল। ভারতীয় দলের ম্যানেজারের আচরণে অফিসাররা এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের কাছে অভিযোগও জমা পরে। সেই অভিযোগ পেয়েই সিওএ প্রধান সুনীলকে দেশে ফেরাতে নির্দেশ দেন।

ভারতীয় দেলর অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ও অজি দলের ম্যানেজারের সঙ্গেও অশান্তিতে জড়ান ভারতীয় ম্যানেজার।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যধবহারের পাশাপাশি সুনীলকে নিয়ে আরও একাধিক অভিযোগ আছে। ম্যাচের আগে ভারতীয় ম্যানেজারের নাকি দলের দিকে নজর কম থাকত। বরং সুনীলের বেশি নজর থাকত বন্ধুদের জন্যে আলাদা টিকিট যোগার করার দিকে। ভারতী ফেরার পর সিওএ সদস্যদের মুখোমুখি হতে হবে ভারতীয় ম্যানেজারকে। তাঁর আচরণ নিয়ে জবাবদিহি দিতে হবে সুনীলকে। তারপরই ঠিক হবে সুনীল ভবিষ্যত।

হৃদরোগে আক্রান্ত মোহন-ইস্টের প্রাক্তন ফিজিও

হৃদরোগে আক্রান্ত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফিজিক্যাল ট্রেনার গার্সিয়া। এদিন ডুরান্ড কাপের ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হন ময়দানের এই পরিচিত মুখ। ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি মোহনবাগান ক্লাবও এটিকেতেও ফিজিক্যাল ট্রেনারের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।কলকাতায় চলছে ডুরান্ড কাপ। হাওড়া স্টেডিয়ামে ডুরান্ত কাপে আজ গোকুলাম বনাম ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ চলাকালীন মাঠে ট্রেনার গার্সিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। ম্যাচ চলাকালীন ডাগআউটের পাশেই ছিলেন গার্সিয়া।হঠাতই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায়, দ্রুত তাঁকে হাওড়ার এক বেসরকারি হাতপাতালে ভর্তি করা হয়।ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো ময়দানের দুই প্রধানে ফিজিও থাকার পর এটিকে ক্লাবে যোগ দেন। এরপর এবছর এটিকে ছেড়ে বর্তমানে কেরালার আই লিগ ক্লাব গোকুলাম এফসিতে যোগ দেন ব্রাজিলিয়ান ফিজিক্যাল ট্রেনার গার্সিয়া।

TRIPURA URBAN PLANNING & DEVELOPMENT AU THORITY (TUDA)

Notice

This is for information of all prospective Customers who are interested for booking of flats in the Township schemes under TUDA, that the online booking of flat will start from 15 August, 2019 from 3.00PM onwards and will continue for 60(sixty) days period. Interested Customers may please accordingly log on to the official website of TUDA - tuda.tripura.ind.in - and visit the link that will be provided in the website of TUDA for online booking of flat & online payment of prescribed booking fees.

Sd/
Commissioner
TUDA

ICA/D-701/19-20

জোড়া ধাক্কা তৃণমূলে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন দুই প্রাক্তন মেয়র, যোগ দিতে পারেন বিধায়ক দেবশ্রী রায়ও

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : একইদিনেই জোড়া ধাক্কা তৃণমূলে। বুধবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন কলকাতা ও বিধাননগরের দুই প্রাক্তন মেয়র। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যাওয়ার জল্পনার সঙ্গেই জুড়েছে সব্যসাচী দত্তর নামও। যোগ দিচ্ছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ইতিমধ্যে বিজেপির সদর দফতরে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁদের কথাও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন বিজেপি সদর দফতরে গিয়েছেন রায়দিঘির বিধায়ক দেবশ্রী রায়ও। কি তবে তৃণমূলের ঘর ভেঙে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। নতুন জল্পনায় জমে উঠল একই সঙ্গে দিল্লি ও রাজ্য রাজনীতি। একযোগে তিন তৃণমূল বিধায়কের দলবদলের খবরে রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়েছে। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ দুই নেতাই হাতে গেরুয়া পতাকা তুলে নেবেন। যদিও কোনও পক্ষের তরফেই এই নিয়ে মুখ খোলা হয়নি।

মঙ্গলবার বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে পদত্যাগের পর গতরাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দিল্লি পৌঁছে যান কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে। দুপুরেই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ও।

এরমধ্যেই দলের বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সাফ বলেন, 'শোভন- বৈশাখী যোগদান প্রসঙ্গে আমিও শুনেছি। যদি যোগদান করেন, তাহলে স্বাগত। শোভনবাবুর মতো অভিজ্ঞ নেতা এলে দলেরই লাভ হবে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, অনেকেই বিজেপিতে যোগদান করতে চেয়ে যোগাযোগ করছেন। কিন্তু তাঁদের পুলিশ কেসের ভয় দেখিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে বলে তোপ দাগেন দিলীপ ঘোষ।

জল্পনায় জুড়েছে নিউটাউনের বিধায়ক সব্যসাচী দত্তর নামও। দলের সঙ্গে মতবিরোধ নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য এবং মুকুল রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে সব্যসাচীর দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে যায়। পরিস্থিতি এমনই হয় যে, বিধাননগরের মেয়র পদ থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেন ফিরহাদ হাকিম। তবে প্রথমে পদত্যাগে করতে রাজি ছিলেন না সব্যসাচী। যার জেরে দলের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়। তবে অনাস্থা ভোটের আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে পদত্যাগ করেন সব্যসাচী দত্ত।

বুধবার সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০১৯ উপলক্ষে সুকান্তের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

এলাকায় সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে ক্লাবগুলিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। টাউন প্রতাপগড় ১নং রোডে একতা ক্লাবের উদ্যোগে ভারতের ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় প্রবাহমান কাল থেকে স্বেচ্ছাদান একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রক্তদানের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ মানসিকতার বিকাশ ঘটে। রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, নিজের ঘরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্বচ্ছ মানসিকতা প্রয়োজন। ধন দৌলত সবকিছু থাকবে-মানসিকতা স্বচ্ছ না থাকলে কোন ব্যক্তি কোন দিন সুখি হতে পারে না। সমাজে কোন দিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বচ্ছ মানসিকতা থাকলে সুখি হওয়া সম্ভব। এলাকায় সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে ক্লাবগুলিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যারা ছিনতাই, রাহাজানি সহ অন্যান্য অপকর্মে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে, সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসব অপকর্মে যারা জড়িত তারা নেশার টাকার যোগান দিতেই এসব কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রভাব প্রতি শক্তিশালী পরিবারের একাংশ বখাটে ছেলে এসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। গরিব পরিবারের কোন লোক পরিবার প্রতিপালনের জন্য এসব কাজে যুক্ত হচ্ছেন না। অনুষ্ঠানে একতা সংঘের বোনেরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে রাখী বন্ধন উৎসবের সূচনা করেন।

রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ রোধে ক্লাবগুলিকেও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য হিংসা রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচিও ক্লাবগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। আজ টাউন প্রতাপগড়ের একতা ক্লাবের ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান মহৎ দান, এর চাইতে বড় আর কোন দান হতে পারে না। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ মানসিকতার বিকাশ ঘটে। যা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ মানসিকতা থাকলে বিভিন্ন সমস্যাও সহজে সমাধান করা যায়। স্বেচ্ছা রক্তদানে দেশের মধ্যে ত্রিপুরার একটা বিশেষ সুনাম রয়েছে। রক্তদানের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ক্লাব ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার জনকল্যাণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই স্বরোজগারী হয়েছেন। পাশাপাশি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিও প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে কোনো কাজের জন্যই মিছিল মিটিং করতে হয় না। বিগত সরকারের আমলে দেখা গেছে কাজের চেয়ে মানুষকে মিছিল মিটিং-এ বেশি ব্যস্ত রাখা হতো। তিনি বলেন, রাজ্যের নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর প্রথম থেকেই ইত্রপুরাকে নেশামুক্ত ও নারী নির্যাতনমুক্ত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের সমাজে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ ও ছিনতাইবাজদের শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় অসামাজিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে ক্লাবগুলিকে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্যরাখেন একতা ক্লাবের সম্পাদক অমিয় সাহা ও ক্লাবের সভাপতি রতনলাল সাহা। রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানমঞ্চে এলাকার ছোট ছোট শিশু ও মহিলাগণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। আজকের এই রক্তদান শিবিরে মোট ২০জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বিজেপিতে যোগ দিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, যোগ দিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূলের সঙ্গ ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন তিনি। একই সঙ্গে বিজেপিতে যোগদান করলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ দুই নেতাই হাতে গেরুয়া পতাকা তুলে নেন। যদিও কোনও পক্ষের তরফেই এই নিয়ে মুখ খোলা হয়নি।

ইতিমধ্যে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব তাঁদের যোগদানের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরই মঙ্গলবার রাতেই দিল্লি উড়ে যান শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সাফ বলেন, 'শোভন- বৈশাখী যোগদান প্রসঙ্গে আমিও শুনেছি। যদি যোগদান করেন, তাহলে স্বাগত। শোভনবাবুর মতো অভিজ্ঞ নেতা এলে দলেরই লাভ হবে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, অনেকেই বিজেপিতে যোগদান করতে চেয়ে যোগাযোগ করছেন। কিন্তু তাঁদের পুলিশ কেসের ভয় দেখিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে বলে তোপ দাগেন দিলীপ ঘোষ।

গত একবছর ধরে তৃণমূলের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। এমনকি খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। এমনকি গত কয়েক বছর ধরে স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দূরত্ব বেড়েছে শোভনের। বর্তমানে গোলপার্কের বাড়িতেই থাকেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি শোভনের বিজেপিতে যোগদানের গুঞ্জন শুরু হলেই তাঁর বাড়ি তড়িঘড়ি ছুটে যান তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মূলত তাঁকে দলে ফেরাতেই শোভনের সঙ্গে পার্থের সাক্ষাৎ ছিল। এদিকে, রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে মুকুল রায় এদিন দুপুরেই দিল্লি পৌঁছেছেন। মুকুলের এদিন দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল না।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লি-আগরতলা সরাসরি বিমান সার্ভিস চালু

ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমানভাবে কাজ করে চলেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যবাসীকে নতুন প্রাপ্তি দিয়ে আজ থেকে আগরতলা দিল্লি সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। ইণ্ডিগোর এই বিমানটি প্রতিদিন বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। প্রথমদিনে আজ ইণ্ডিগোর ফ্লাইট নং ৬ই-২৪০৭ নম্বর বিমানটি ১৫২জন যাত্রী নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

এম বি বি এয়ারপোর্টে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পতাকা নেড়ে এই বিমান পরিষেবার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আজকের দিনটি রাজ্যবাসীর কাছে মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রথমবারের মত আগরতলা থেকে দিল্লি সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। আগে দিল্লি থেকে আগরতলায় আসতে হলে ভায়া কোলকাতা অথবা গৌহাটি হয়ে আসতে হতো। যা সময়ের ব্যাপার ছিল। সেদিক দিয়ে রাজ্যে বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বা'লে গৌহাটির পরে আগরতলাতেই একমাত্র প্রতিদিন ১৫টি বিমান যাতায়াতকরে। আগরতলা-দিল্লি সরাসরি এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, উদ্যোগপতি সহ সকল স্তরের জনগণ উপক'ত হবেন। পাশাপাশি রাজ্যে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন, এই অ'লের অন্যান্য রাজ্যগুলির ন্যায় ত্রিপুরাকে রেলপথ, বিমানপথ, সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমানভাবে কাজ করে চলেছে। এই কর্মসূচিতে আগামী চার বছরে রাজ্যের হাইওয়ের উন্নয়নের জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি রাজ্যের জিডিপি বাড়বে। এছাড়া গোমতী নদীপথে জলপরিবহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে সমানভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার উত্তর-পূর্বা'লের আ'লিক অধিকর্তা স'ীব জিন্দাল, ইণ্ডিগোর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজয় মা-া ও এম বি বি এয়ারপোর্টের অধিকর্তা ভি কে শেঠ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আজকের এই দিনটি সকলের কাছে মরণীয়। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আগরতলা বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তন করে মহারাজা বীরবিক্রম নামে নামাঙ্কিত করা থেকে শুরু করে এর আধুনিকীকরণ করার নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি সরাসরি এই বিমান পরিষেবা চালুর জন্য প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি জানান, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে এম বি বি বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে কাজ শুরু করবে। অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা বলেন, আগরতলা থেকে দিল্লি সরাসরি বিমান পরিষেবার জন্য রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি আজ বাস্তবায়িত হল। এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক দিলীপ দাস সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আজ আগরতলা-দিল্লি সরাসরি বিমান যাত্রার প্রথম যাত্রী এস ক-র সিংকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মারক উপহার তুলে দেন।

ঘটা করে কন্যাশ্রী দিবস পালিত হলেও প্রচারে পিছিয়ে প্রশাসন

বসিরহাট, ১৪ আগস্ট(হি.স.) : বুধবার সারা রাজ্যের সঙ্গে বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকে কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এদিন ঘটা করে কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন করা হলেও প্রকল্পের প্রচার এর বিষয় নিয়ে ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে উঠেছে গাফিলতির অভিযোগ।

গত ৬ বছর ধরে ১৪ ই আগস্ট রাজ্যে পালিত হচ্ছে কন্যাশ্রী দিবস। এবছর বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদ বিডিও অফিসে দিনটি উদযাপন করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। এবছর হাসনাবাদ বিডিও অফিসে আয়োজিত কন্যাশ্রী দিবস এর মঞ্চ থেকে জেলার পাঁচ ছাত্রীকে বিশেষ সম্মান জানানো হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শিক্ষা, খেলা ছাড়াও দুই ছাত্রী কে পুরস্কৃত করা হয় নিজেদেরকে নাবালিকা অবস্থায় ঠিক করা বিয়ে রোধ করার জন্য। আর সেখানেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন। মূলত নাবালিকা বিয়ে আটকাতেই যেখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল কন্যাশ্রী প্রকল্প সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রাজ্যে এখনও নাবালিকা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অসচেতন অভিভাবকদের একাংশ।

উল্লেখ্য, এদিন যে ব্লকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পালিত হলো কন্যাশ্রী দিবস সেই ব্লকেই গত এক বছরে সরকারিভাবে ৩০ টিরও বেশি নাবালিকা বিয়ে আটকাতে উদ্যোগ নিতে হয়েছে ব্লক প্রশাসনকে। যার ফলে নাবালিকা বিয়ে রোধ করতে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর ক্ষেত্রে প্রশাসনের দিকেই গাফিলতির আঙুল উঠেছে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে।

৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় রাখতে ব্যাপক কর্মসূচি পাথারকান্দিতে, চলছে সাফাই অভিযান

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় করতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনে অঙ্গস্বরূপ মঙ্গল ও বুধবার দিনভর পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায় চলে জঞ্জাল সাফাই অভিযান।

বাজারিছড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বিবেকানন্দ নলেজ অব আর্ট, বাজারিছড়া পুলিশ, বাজারিছড়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল বিজপি, লিটিল ফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মহাবীর পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নেতাজি সংঘ, সানি স্পোর্টস ক্লাব, হীরক সংঘ, লোয়াইরপোয়া বন দফতর, ব্লক দফতর, সলগই হাইস্কুল, ডেঙ্গারবন্দ পাবলিক এমই স্কুল, ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি), হাতিখিরা জিপি, লোয়াইরপোয়া জিপি, সলগই ফরেস্ট বিট কার্যালয়, চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্ট, আদর্শ বিদ্যালয়, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, লোয়াইরপোয়া মোটর চালক সমিতি, বাজারিছড়া সুমো চালক সমিতি, পাথারকান্দি ফরেস্ট রেঞ্জ কার্যালয়, পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে চলে সাফাই অভিযান।

সাফাই অভিযানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।